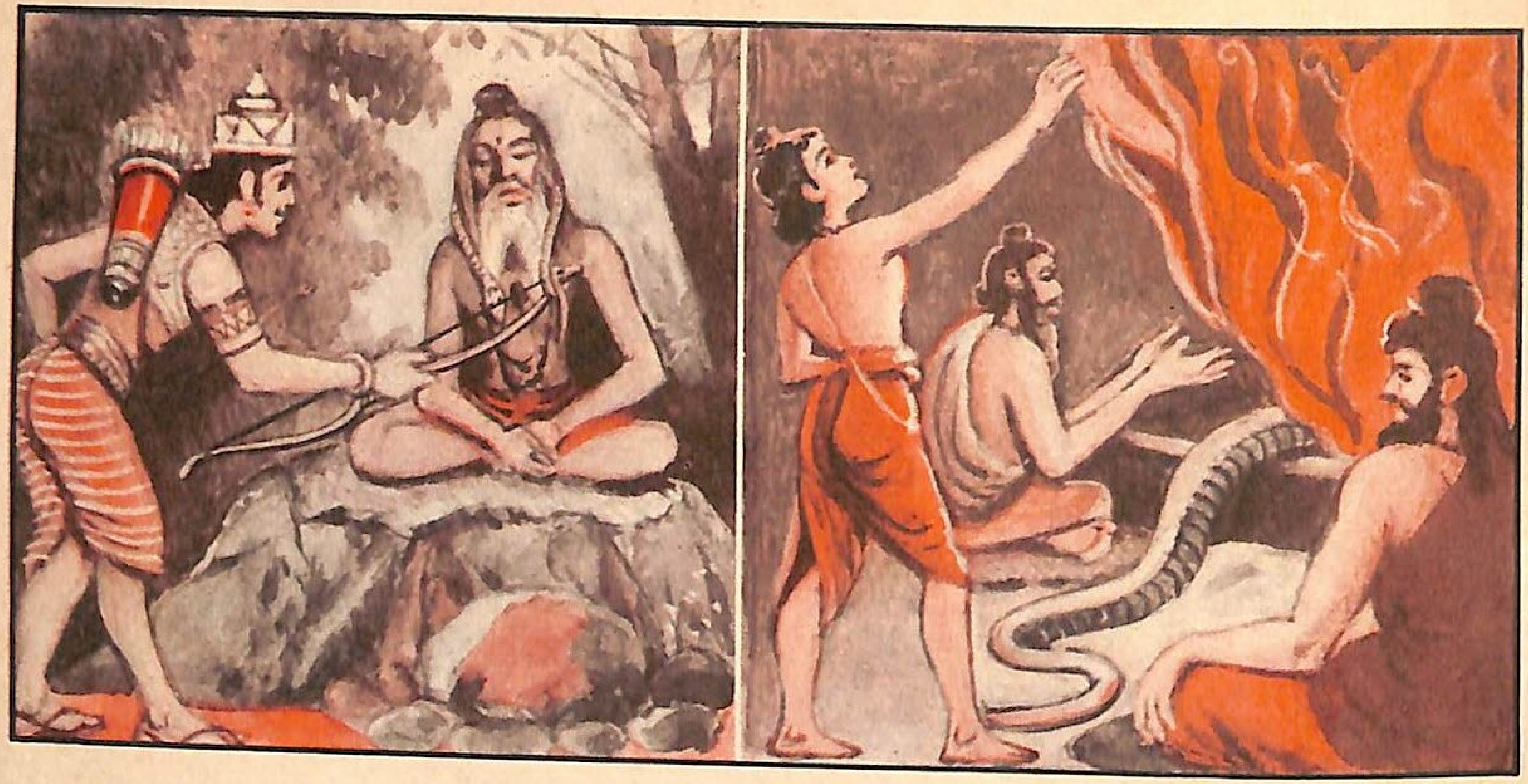


অল্পকথায় মহাভারত

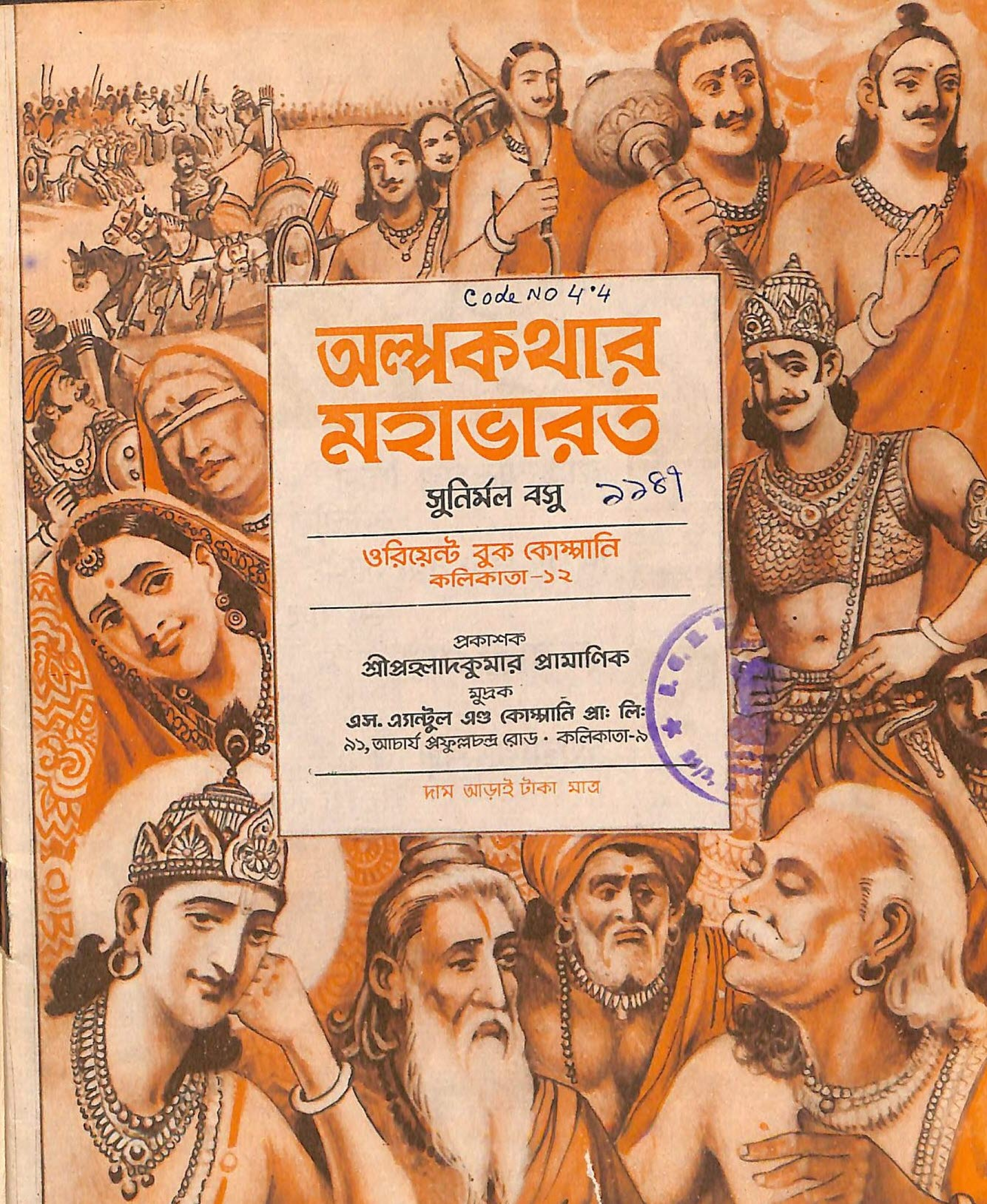


অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু, অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ,—এই পরীক্ষিৎ গেলেন মৃগয়া করতে বনে। এক হরিণকে তাড়া করতে গিয়ে বনের মধ্যে তিনি পথ হারালেন। ঘুরতে ঘুরতে তৃষ্ণায় কাতর হয়ে তিনি এক তপোবনে পৌঁছুলেন। তপোবনে এক মুনি মৌনী হয়েছিলেন। রাজা তাঁকে তৃষ্ণার কথা বললেন কিন্তু মৌনী মুনি কোন উত্তর দিলেন না। রাজা ক্রুদ্ধ হলেন। কাছেই এক মরা সাপ পড়েছিল। রাজা সেই সাপটি জড়িয়ে দিলেন মুনির গলায়।

মুনির পুত্র শৃঙ্গী পিতার এই অপমান দেখে রাজাকে শাপ দিলেন—সাত দিনের মধ্যে সর্পাঘাতে রাজার মৃত্যু হবে।

সপ্তম দিনে শাপ ফললো, তক্ষকের দংশনে পরীক্ষিতের মৃত্যু হল। পরীক্ষিতের পুত্র জন্মেজয় প্রতিশোধ নেবার জন্য সর্পযজ্ঞ সুরু করলেন। বহু সাপ সেই যজ্ঞের অগ্নিতে পুড়ে মরল।

মহামুনি জরৎকারুর ছেলে, নাগরাজা বাসুকির ভাগ্নে আস্তিক মুনি সর্প-ধ্বংস নিবারণ করলেন, যজ্ঞ থামালেন।



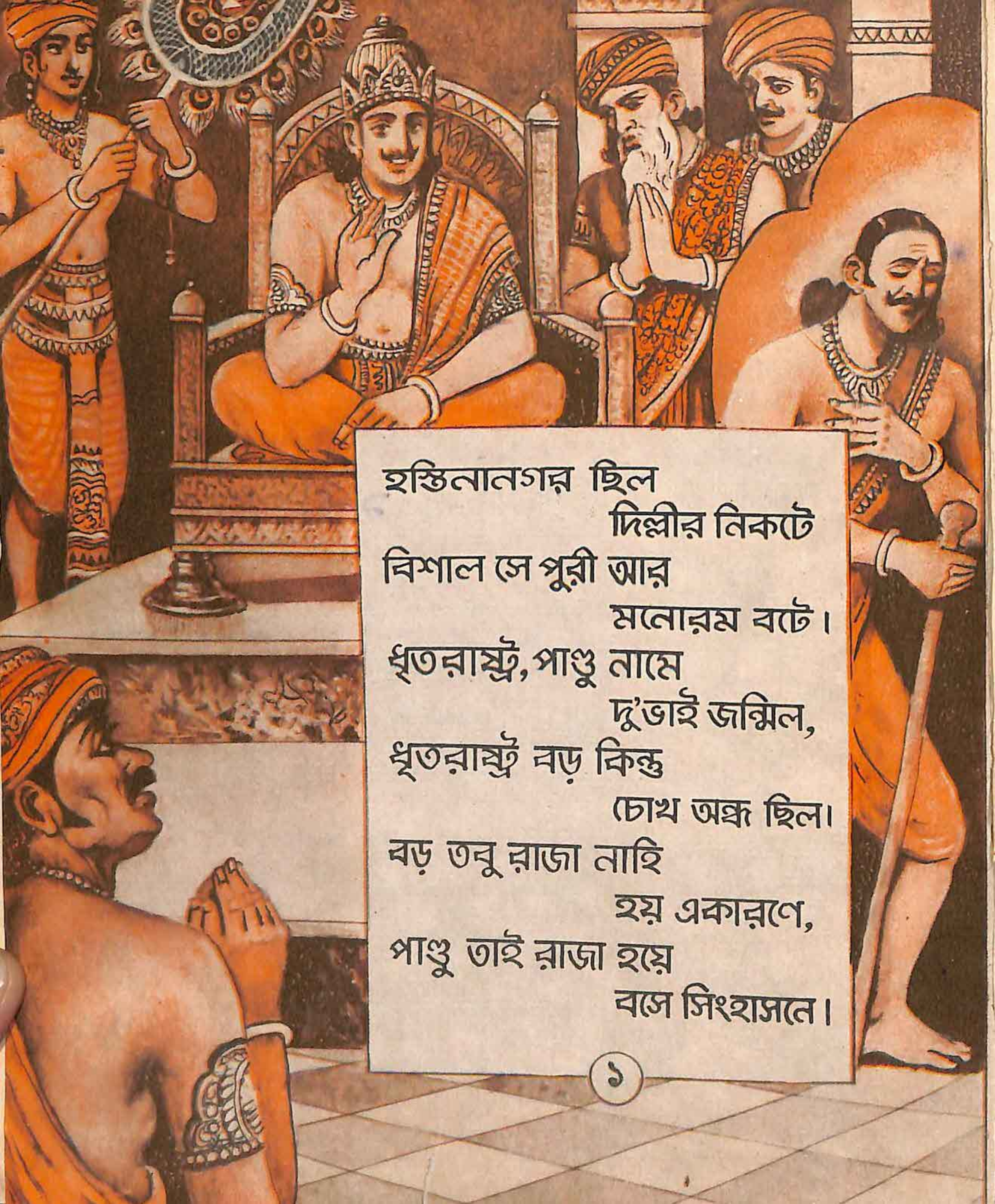
অল্পকথার মহাভারত

সুনির্মল বসু

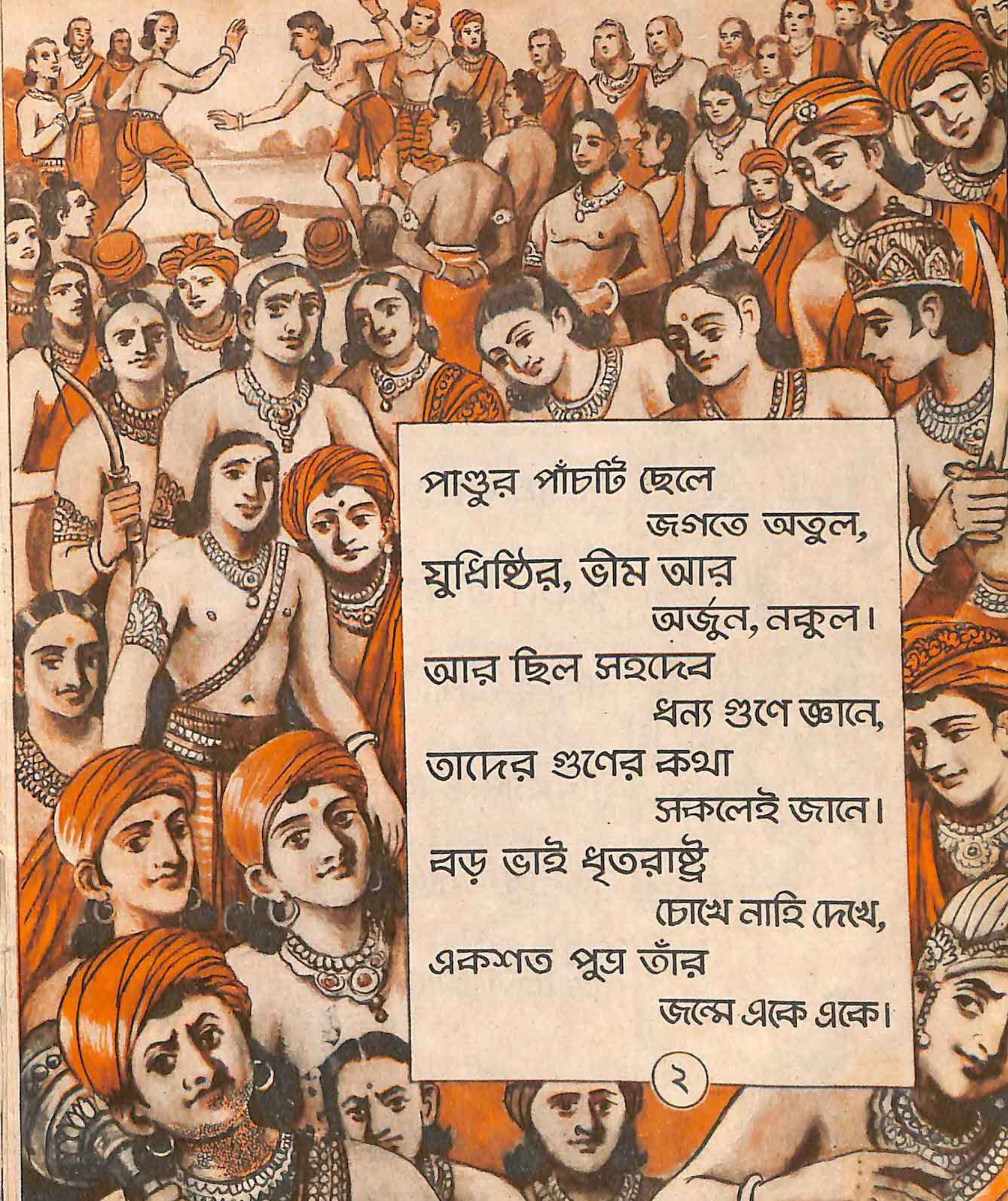
ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা-১২

প্রকাশক
শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
মুদ্রক
এস. এ্যান্টুল এণ্ড কোম্পানি প্রাঃ লিঃ
৯১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড · কলিকাতা-৯

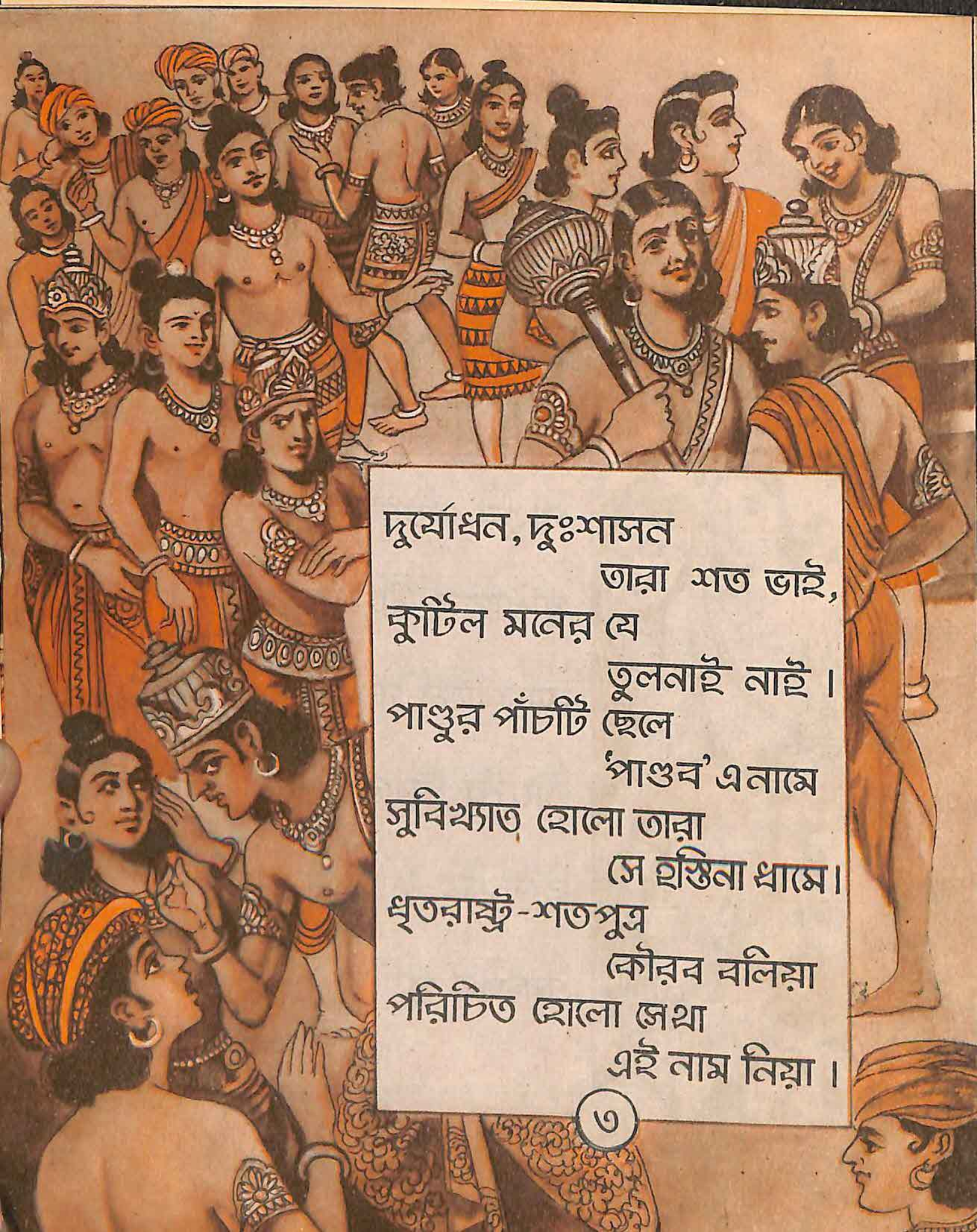
দাম আড়াই টাকা মাত্র



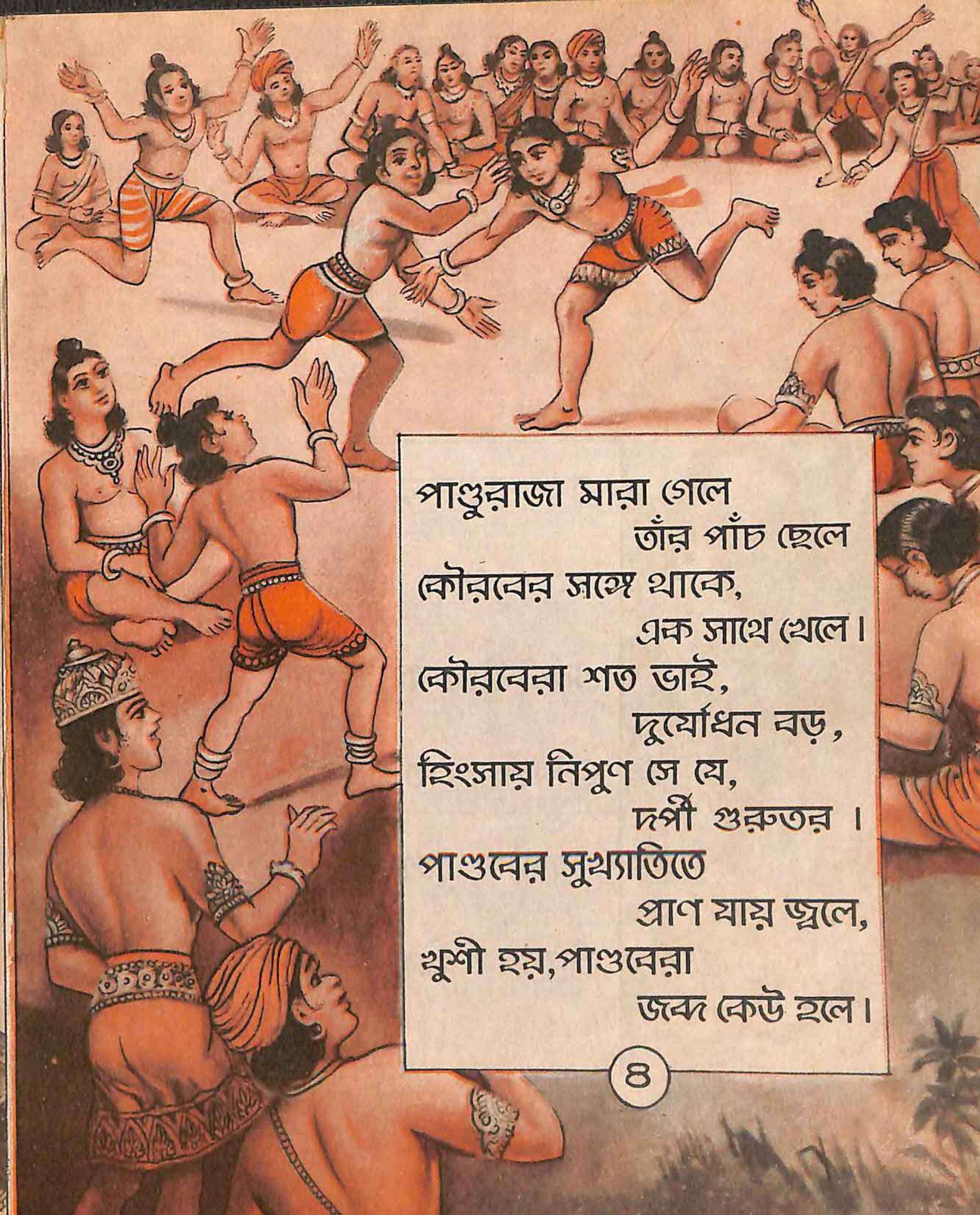
হস্তিনানগর ছিল
দিল্লীর নিকটে
বিশাল সে পুরী আর
মনোরম বটে।
ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু নামে
দু'ভাই জন্মিল,
ধৃতরাষ্ট্র বড় কিন্তু
চোখ অন্ধ ছিল।
বড় তবু রাজা নাহি
হয় একারণে,
পাণ্ডু তাই রাজা হয়ে
বসে সিংহাসনে।



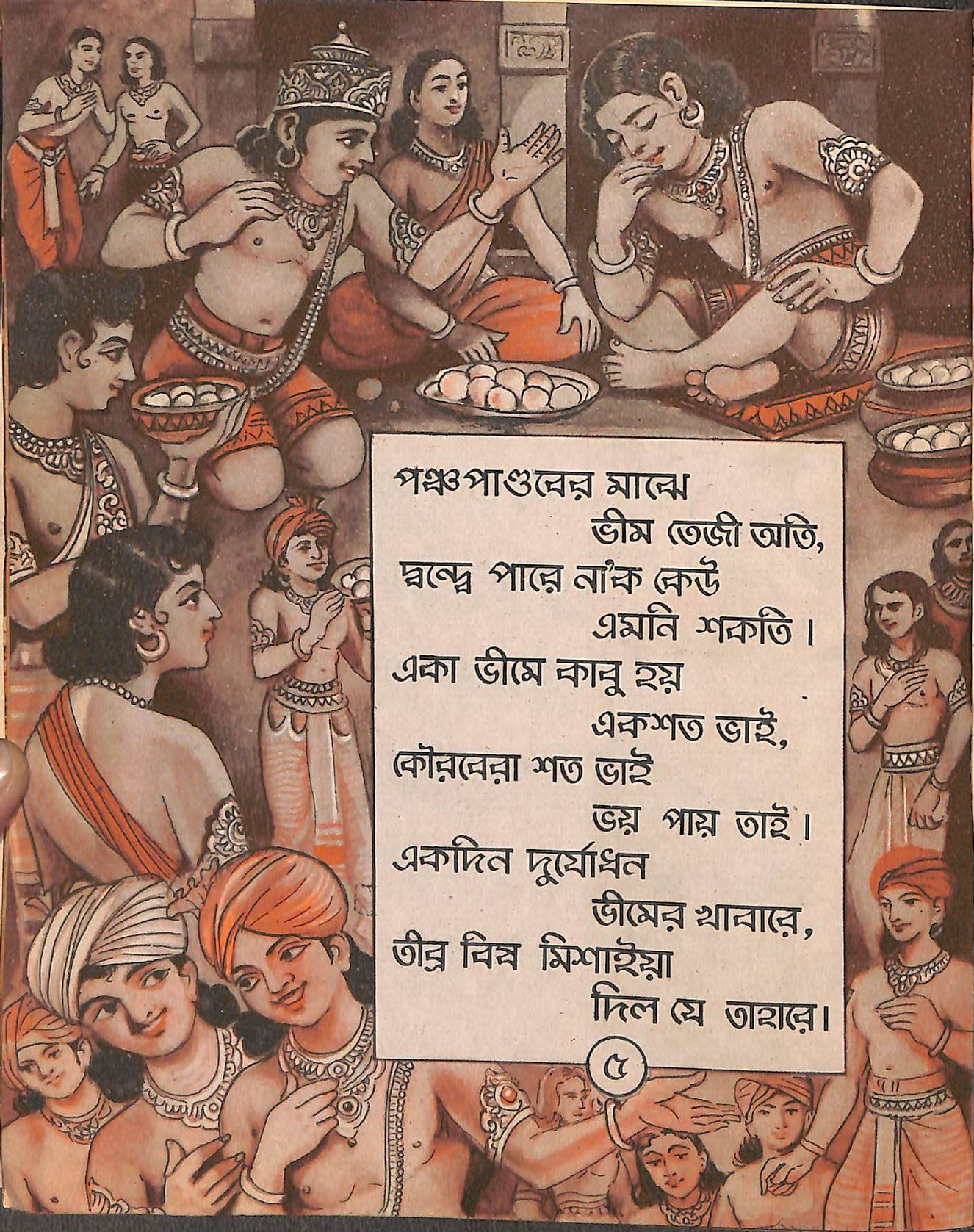
পাণ্ডুর পাঁচটি ছেলে
জগতে অতুল,
যুধিষ্ঠির, ভীম আর
অর্জুন, নকুল।
আর ছিল সহদেব
ধন্য গুণে জ্ঞানে,
তাদের গুণের কথা
সকলেই জানে।
বড় ভাই ধৃতরাষ্ট্র
চোখে নাহি দেখে,
একশত পুত্র তাঁর
জন্মে একে একে।



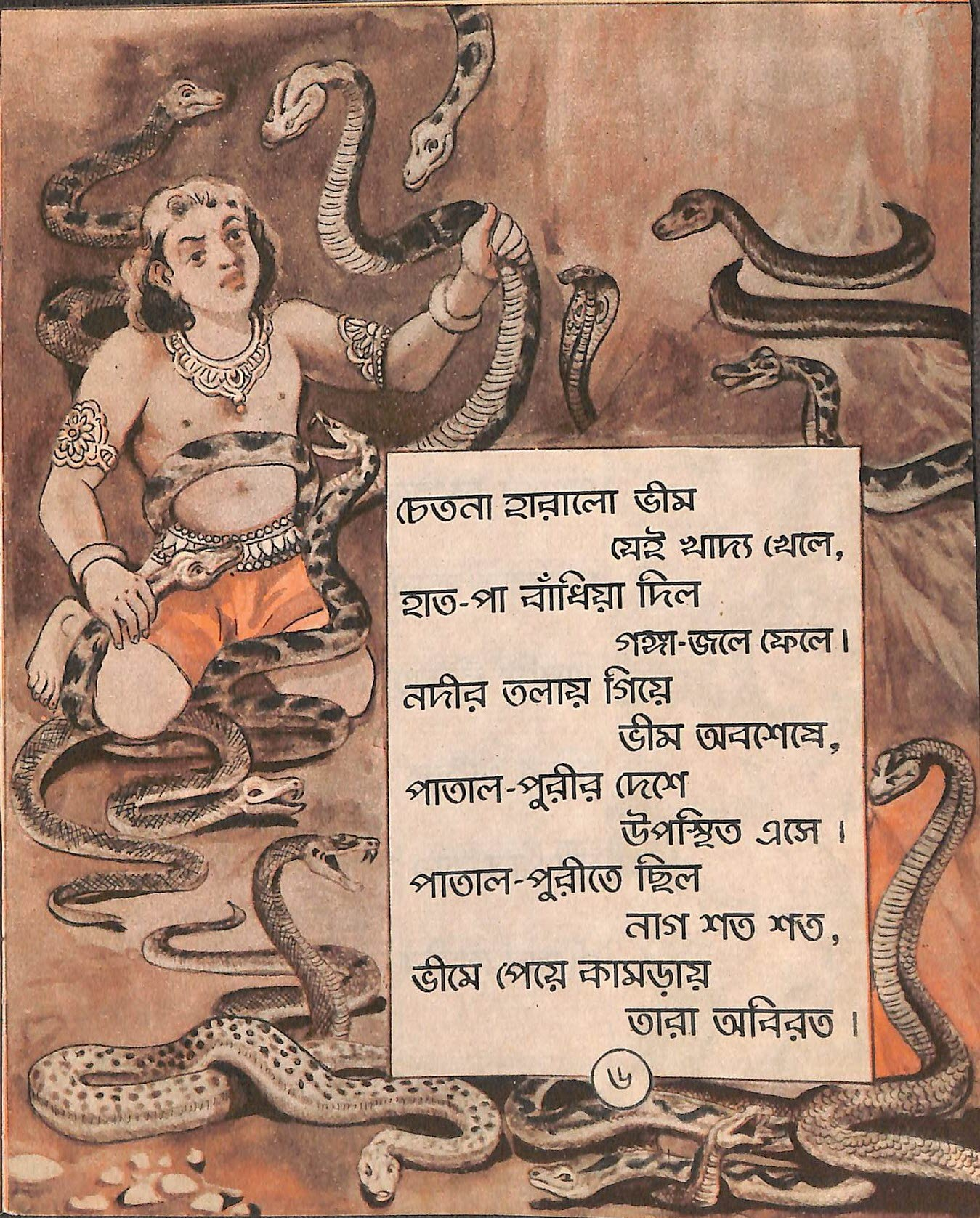
দুর্যোধন, দুঃশাসন
তারা শত ভাই,
কুটিল মনের যে
তুলনাই নাই।
পাণ্ডুর পাঁচটি ছেলে
'পাণ্ডব' এ নামে
সুবিখ্যাত হোলো তারা
সে হস্তিনা ধামে।
ধৃতরাষ্ট্র-শতপুত্র
কৌরব বলিয়া
পরিচিত হোলো সেথা
এই নাম নিয়া।



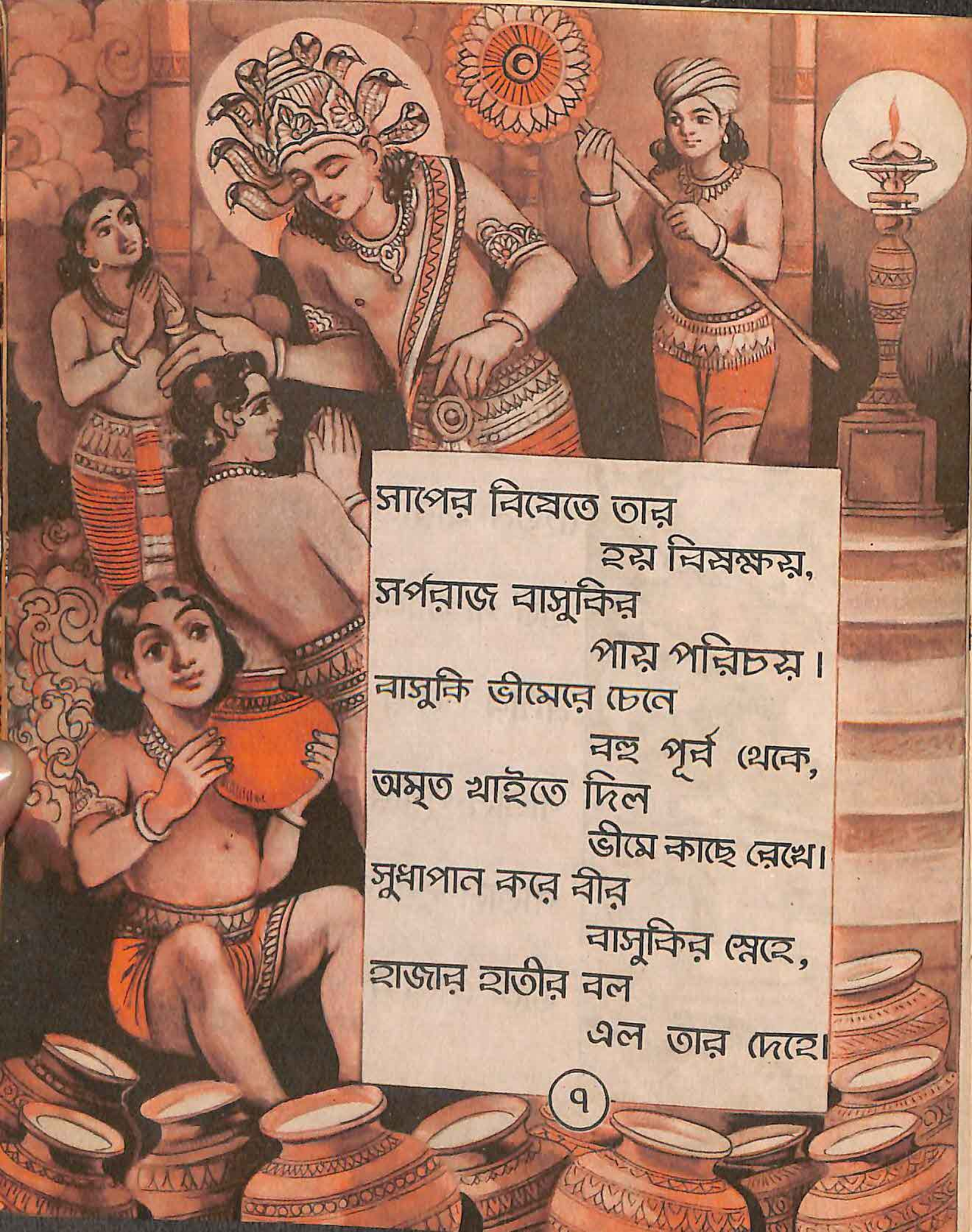
পাণ্ডুরাজা মারা গেলে
তাঁর পাঁচ ছেলে
কৌরবের সঙ্গে থাকে,
এক সাথে খেলে।
কৌরবেরা শত ভাই,
দুর্যোধন বড়,
হিংসায় নিপুণ সে যে,
দর্পী গুরুতর ।
পাণ্ডবের সুখ্যাতিতে
প্রাণ যায় জ্বলে,
খুশী হয়,পাণ্ডবেরা
জব্দ কেউ হলে।



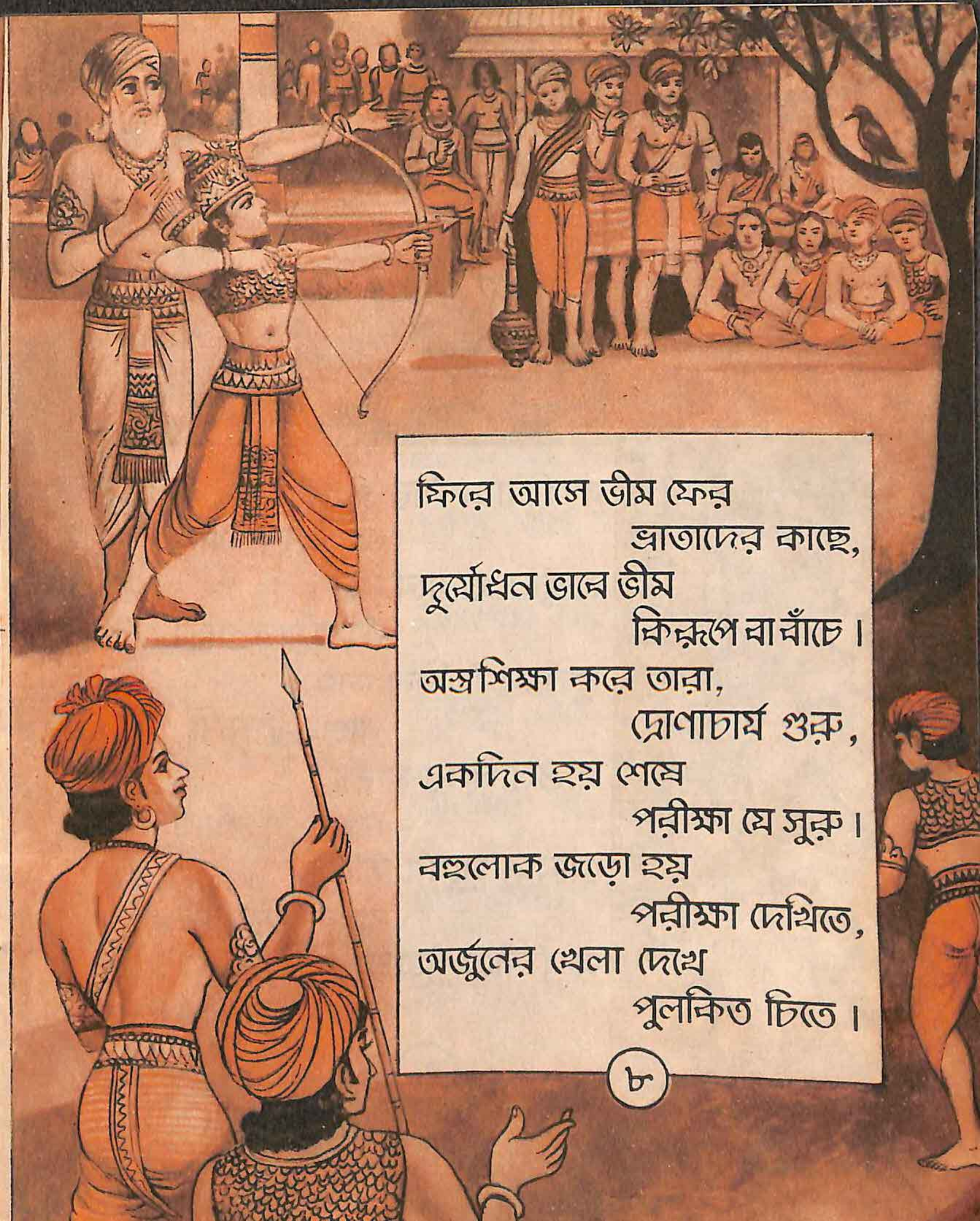
পঞ্চপাণ্ডবের মাঝে
ভীম তেজী অতি,
দ্বন্দ্বে পারে না'ক কেউ
এমনি শকতি।
একা ভীমে কাবু হয়
একশত ভাই,
কৌরবেরা শত ভাই
ভয় পায় তাই।
একদিন দুর্যোধন
ভীমের খাবারে,
তীব্র বিষ মিশাইয়া
দিল যে তাহারে।



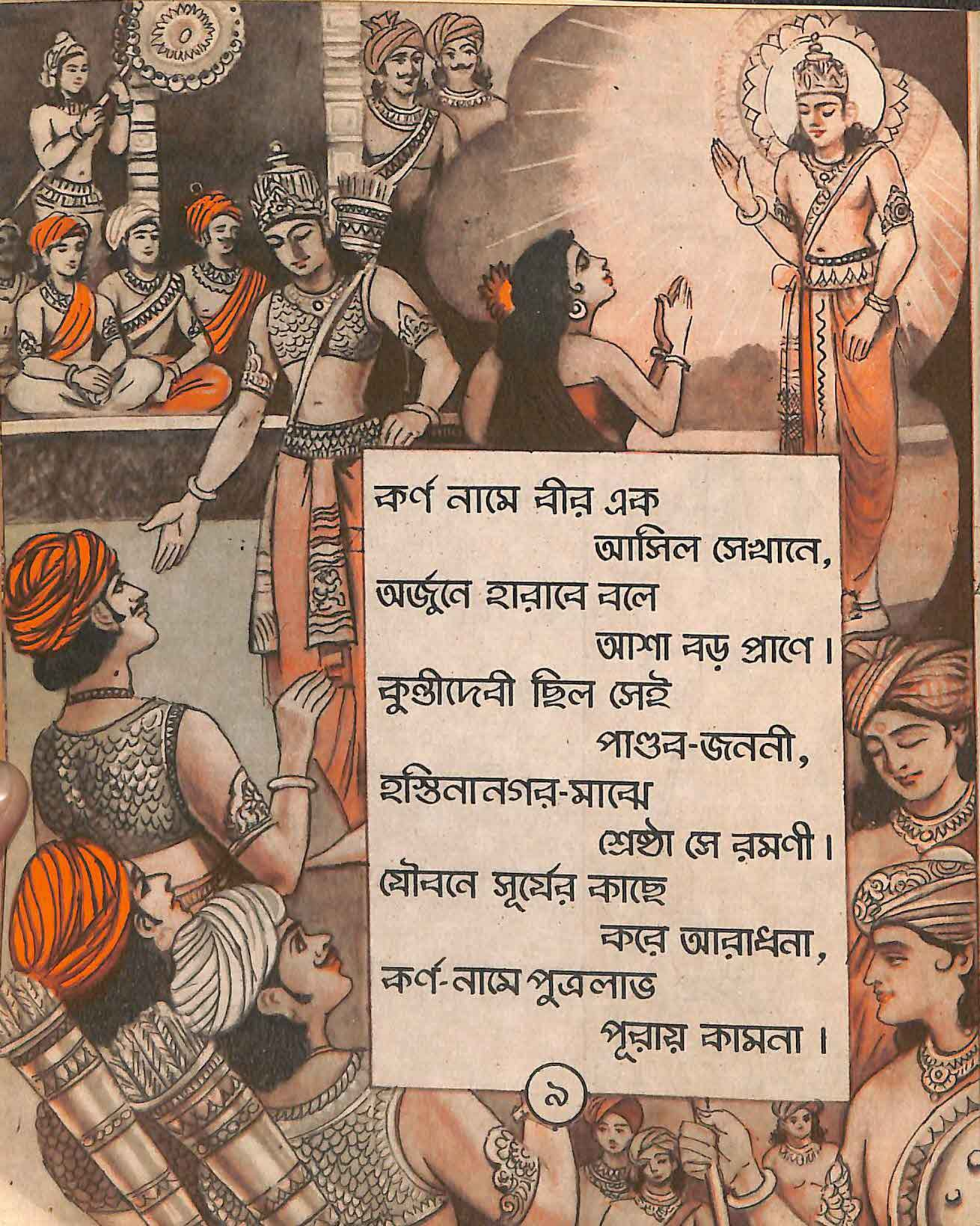
চেতনা হারালো ভীম
যেই খাদ্য খেলে,
হাত-পা বাঁধিয়া দিল
গঙ্গা-জলে ফেলে।
নদীর তলায় গিয়ে
ভীম অবশেষে,
পাতাল-পুরীর দেশে
উপস্থিত এসে।
পাতাল-পুরীতে ছিল
নাগ শত শত,
ভীমে পেয়ে কামড়ায়
তারা অবিরত।



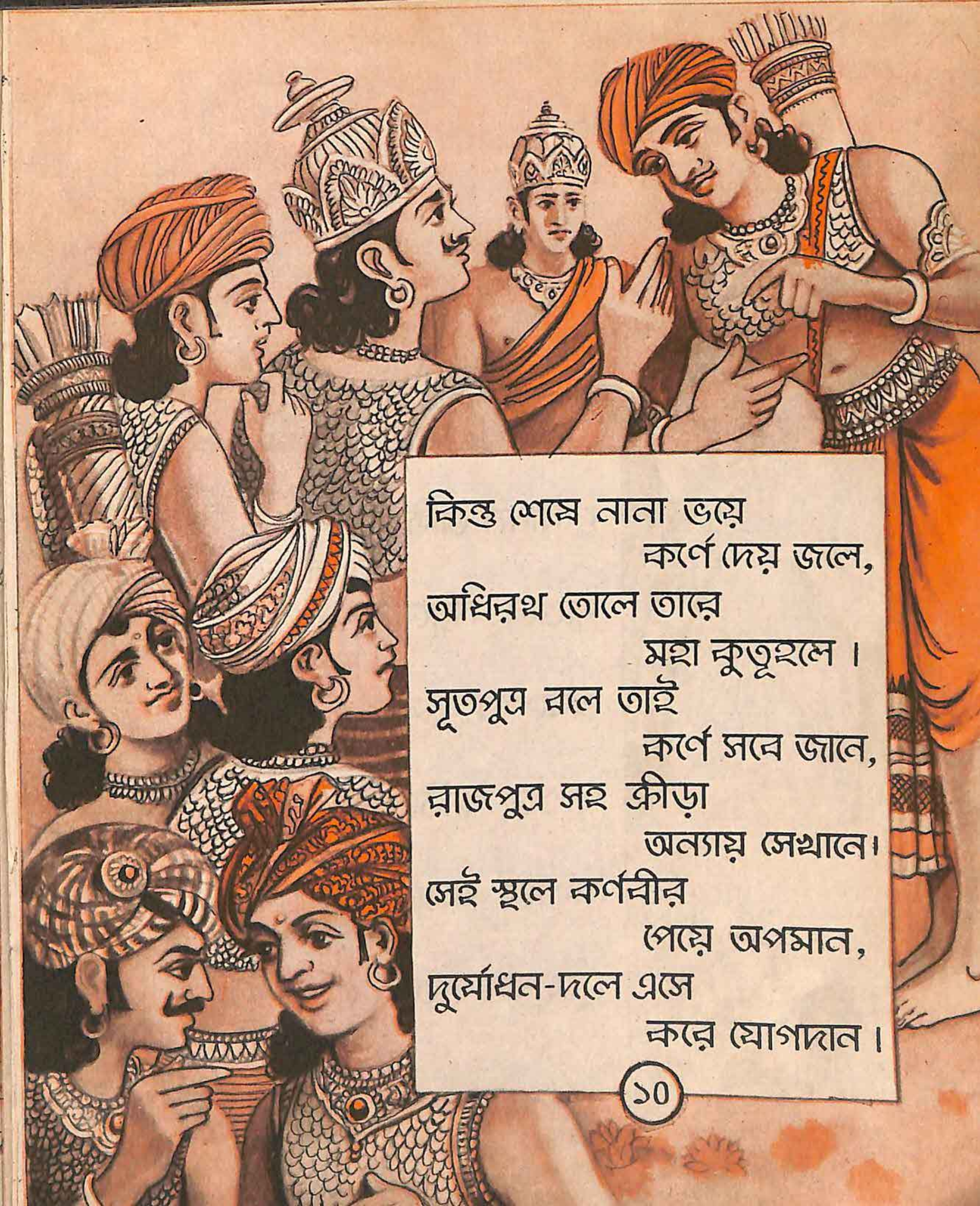
সাপের বিষেতে তার
হয় বিষক্ষয়,
সর্পরাজ বাসুকির
পায় পরিচয়।
বাসুকি ভীমেরে চেনে
বহু পূর্ব থেকে,
অমৃত খাইতে দিল
ভীমে কাছে রেখে।
সুধাপান করে বীর
বাসুকির স্নেহে,
হাজার হাতীর বল
এল তার দেহে।



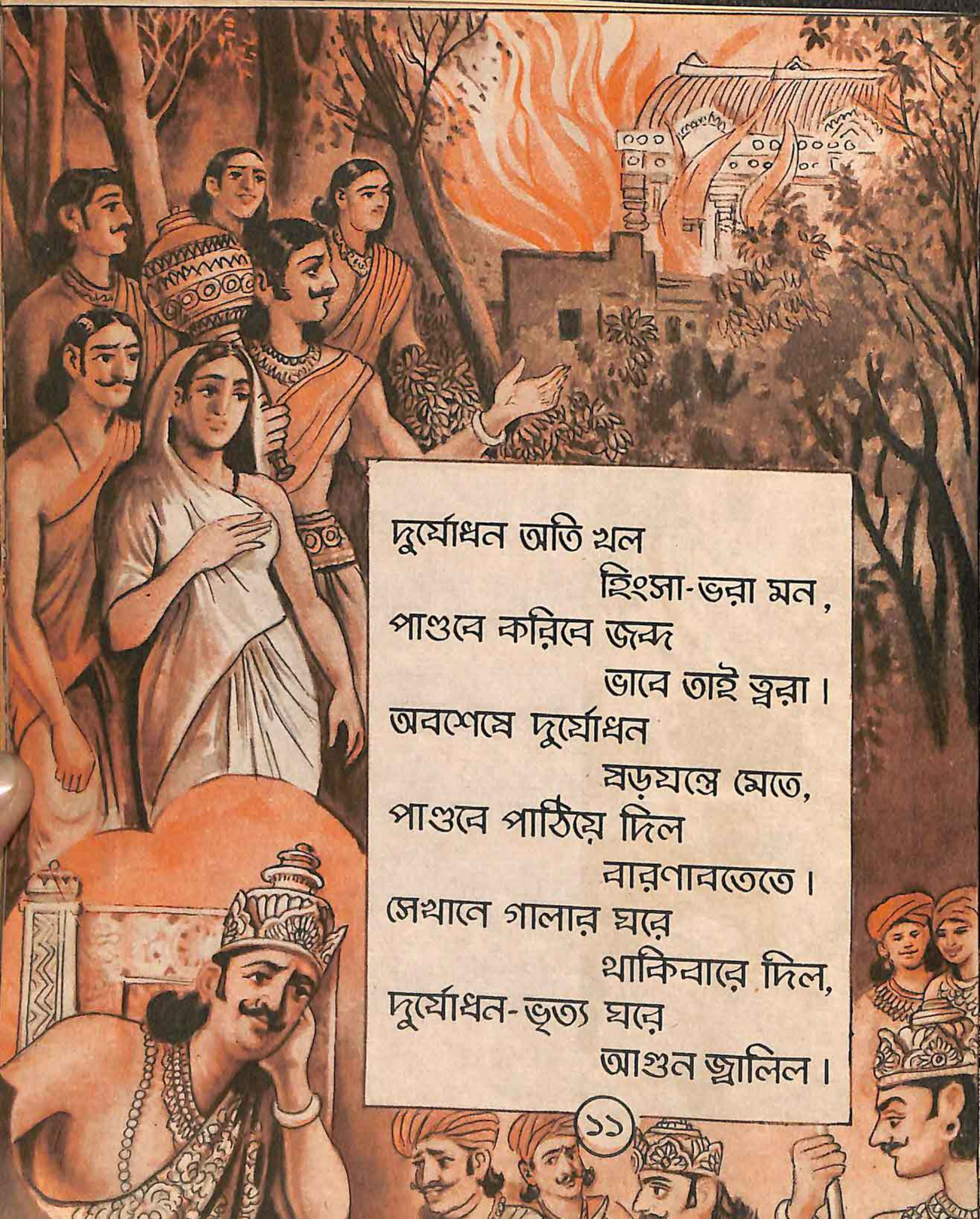
ফিরে আসে ভীম ফের
ভ্রাতাদের কাছে,
দুর্যোধন ভাবে ভীম
কিরূপে বা বাঁচে।
অস্ত্রশিক্ষা করে তারা,
দ্রোণাচার্য গুরু,
একদিন হয় শেষে
পরীক্ষা যে সুরু।
বহুলোক জড়ো হয়
পরীক্ষা দেখিতে,
অর্জুনের খেলা দেখে
পুলকিত চিতে।



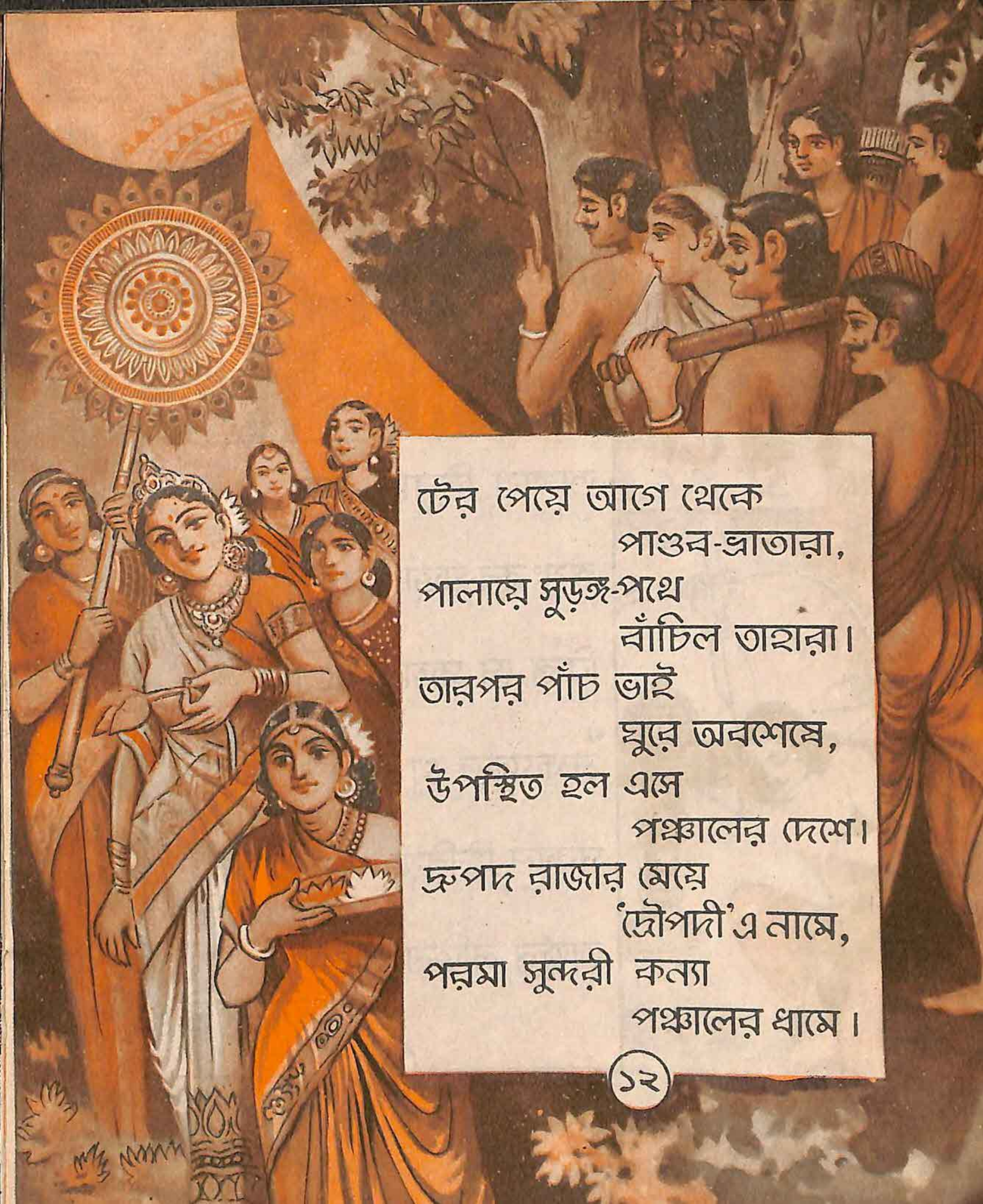
কর্ণ নামে বীর এক
আসিল সেখানে,
অর্জুনে হারাবে বলে
আশা বড় প্রাণে।
কুন্তীদেবী ছিল সেই
পাণ্ডব-জননী,
হস্তিনানগর-মাঝে
শ্রেষ্ঠা সে রমণী।
যৌবনে সূর্যের কাছে
করে আরাধনা,
কর্ণ-নামে পুত্রলাভ
পূরায় কামনা।



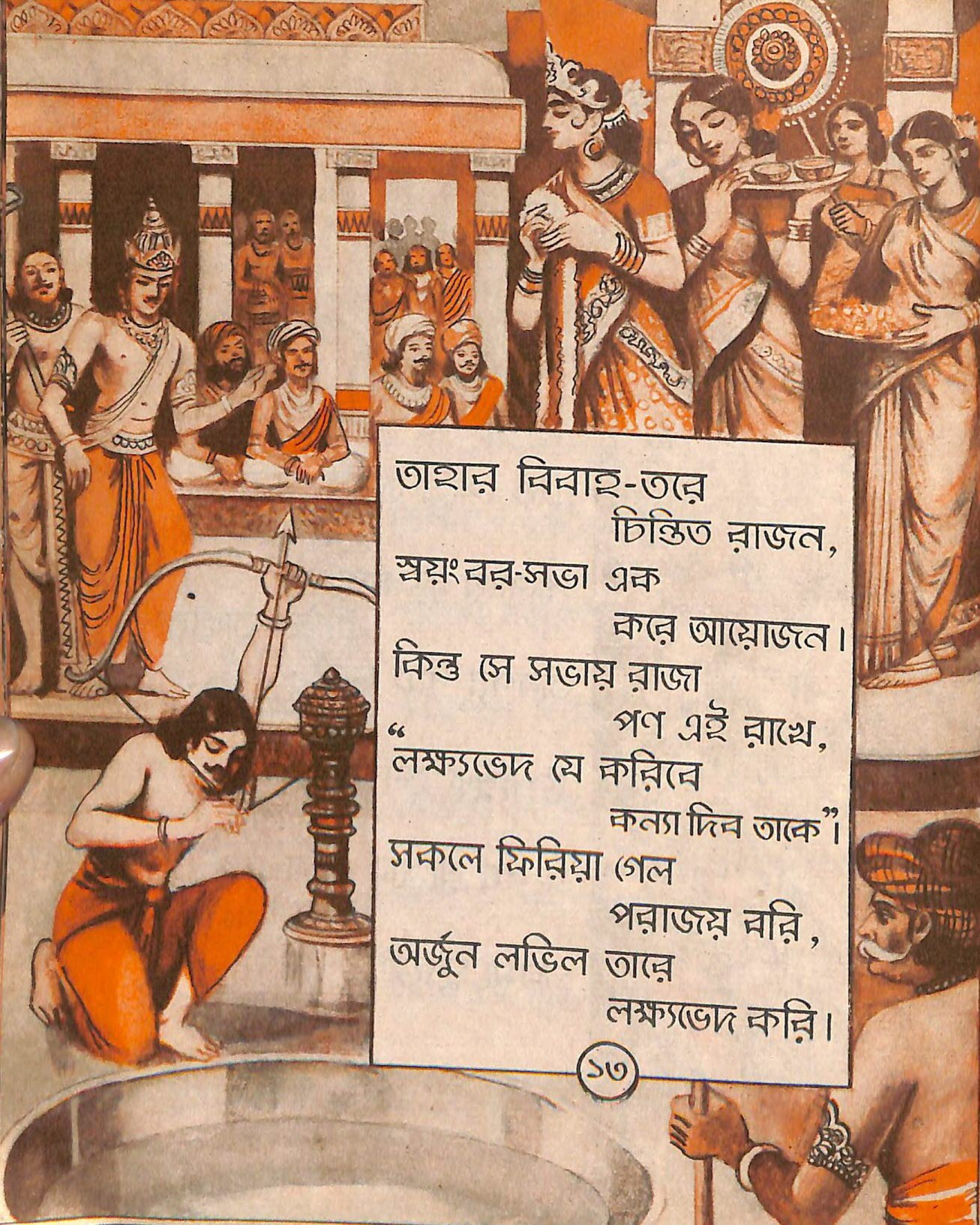
কিন্তু শেষে নানা ভয়ে
কর্ণে দেয় জলে,
অধিরথ তোলে তারে
মহা কুতূহলে।
সূতপুত্র বলে তাই
কর্ণে সবে জানে,
রাজপুত্র সহ ক্রীড়া
অন্যায় সেখানে।
সেই স্থলে কর্ণবীর
পেয়ে অপমান,
দুর্যোধন-দলে এসে
করে যোগদান।



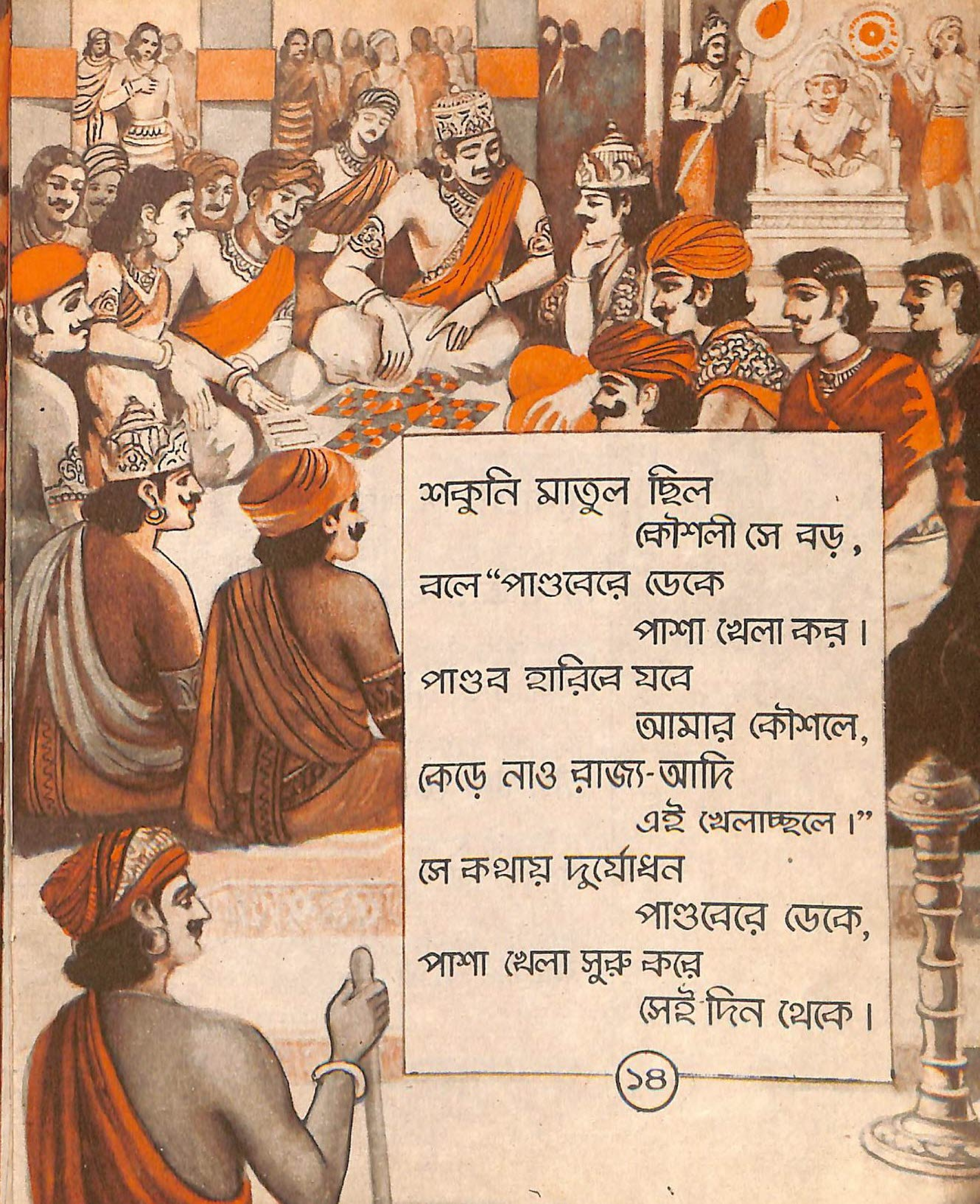
দুর্যোধন অতি খল
হিংসা-ভরা মন,
পাণ্ডবে করিবে জব্দ
ভাবে তাই ত্বরা।
অবশেষে দুর্যোধন
ষড়যন্ত্রে মেতে,
পাণ্ডবে পাঠিয়ে দিল
বারণাবতেতে।
সেখানে গালার ঘরে
থাকিবারে দিল,
দুর্যোধন-ভৃত্য ঘরে
আগুন জ্বালিল।



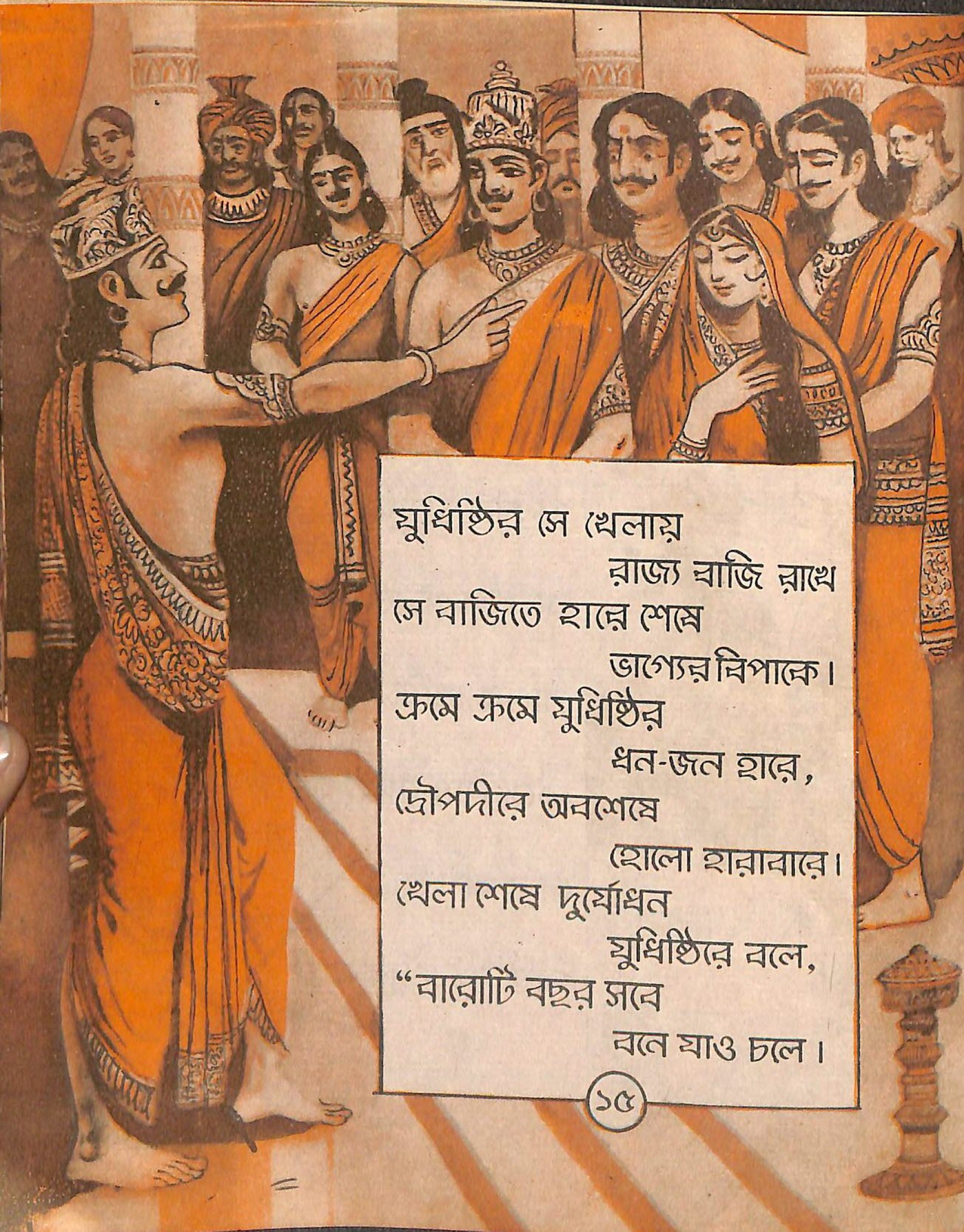
টের পেয়ে আগে থেকে
পাণ্ডব-ভ্রাতারা,
পালায়ে সুড়ঙ্গ-পথে
বাঁচিল তাহারা।
তারপর পাঁচ ভাই
ঘুরে অবশেষে,
উপস্থিত হল এসে
পঞ্চালের দেশে।
দ্রুপদ রাজার মেয়ে
'দ্রৌপদী' এ নামে,
পরমা সুন্দরী কন্যা
পঞ্চালের ধামে।



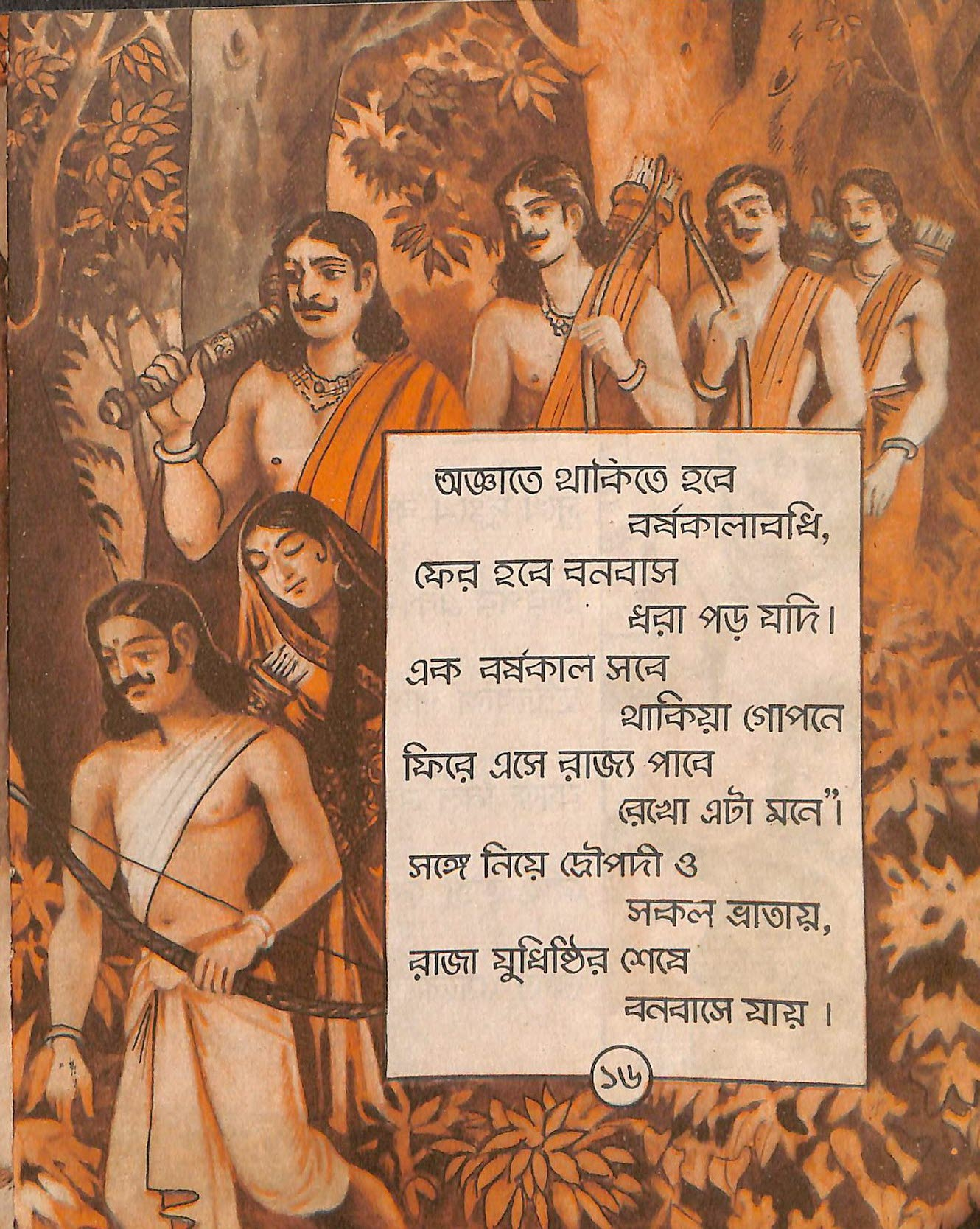
তাহার বিবাহ-তরে
চিন্তিত রাজন,
স্বয়ংবর-সভা এক
করে আয়োজন।
কিন্তু সে সভায় রাজা
পণ এই রাখে,
"লক্ষ্যভেদ যে করিবে
কন্যা দিব তাকে"।
সকলে ফিরিয়া গেল
পরাজয় বরি,
অর্জুন লভিল তারে
লক্ষ্যভেদ করি।



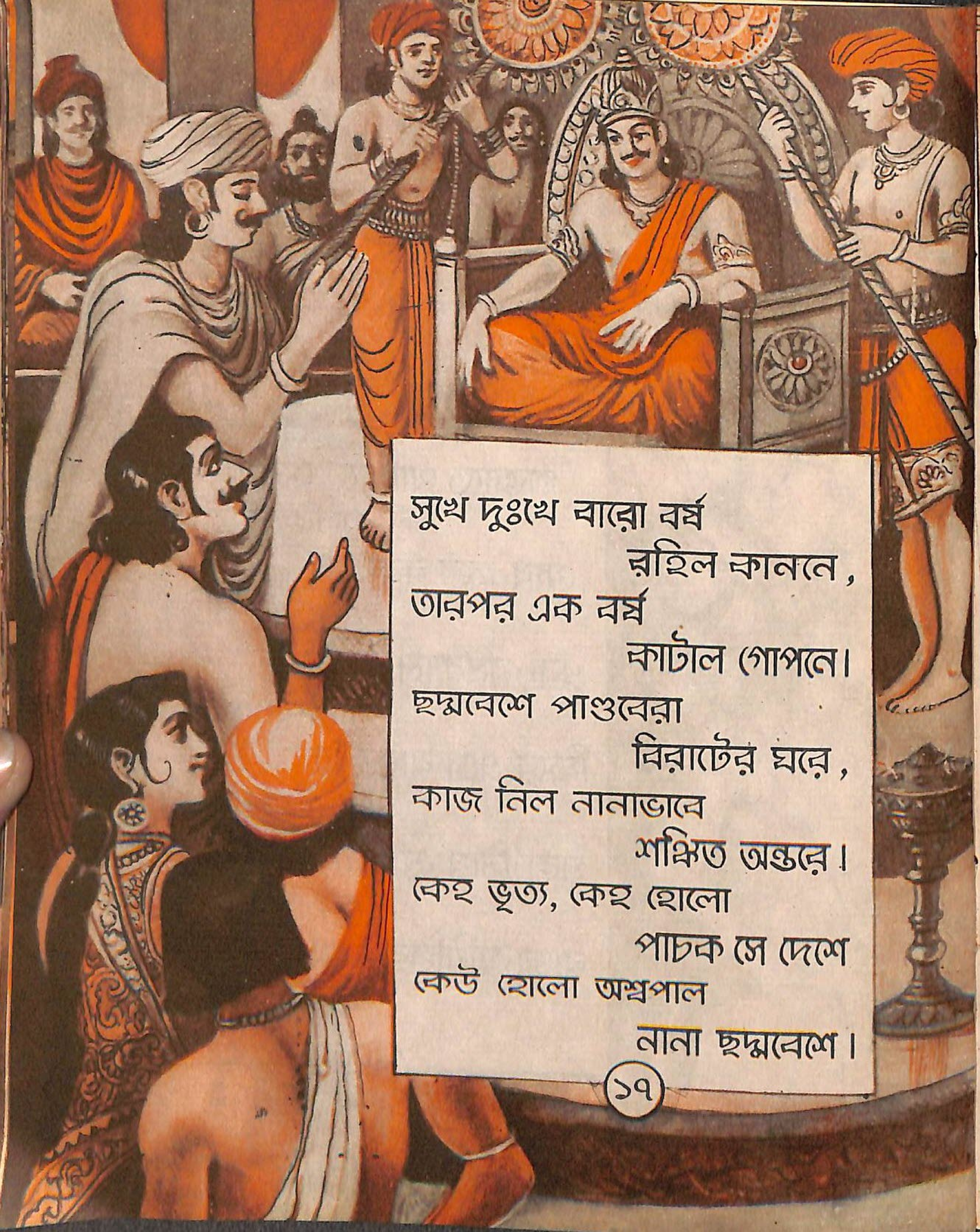
শকুনি মাতুল ছিল
কৌশলী সে বড়,
বলে “পাণ্ডবেরে ডেকে
পাশা খেলা কর।
পাণ্ডব হারিবে যবে
আমার কৌশলে,
কেড়ে নাও রাজ্য-আদি
এই খেলাচ্ছলে।”
সে কথায় দুর্যোধন
পাণ্ডবেরে ডেকে,
পাশা খেলা সুরু করে
সেই দিন থেকে।



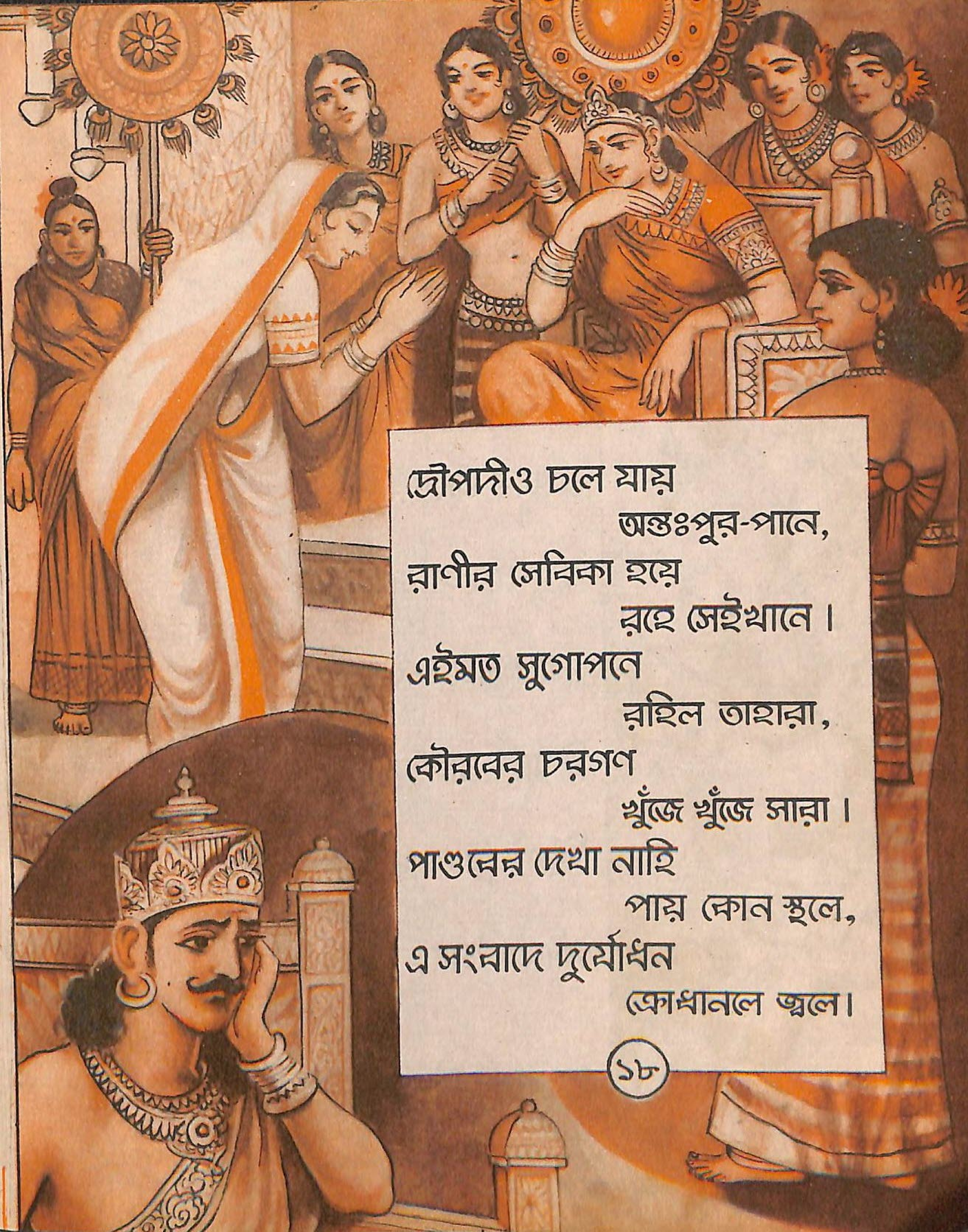
যুধিষ্ঠির সে খেলায়
রাজ্য বাজি রাখে
সে বাজিতে হারে শেষে
ভাগ্যের বিপাকে।
ক্রমে ক্রমে যুধিষ্ঠির
ধন-জন হারে,
দ্রৌপদীরে অবশেষে
হোলো হারাবারে।
খেলা শেষে দুর্যোধন
যুধিষ্ঠিরে বলে,
"বারোটি বছর সবে
বনে যাও চলে।



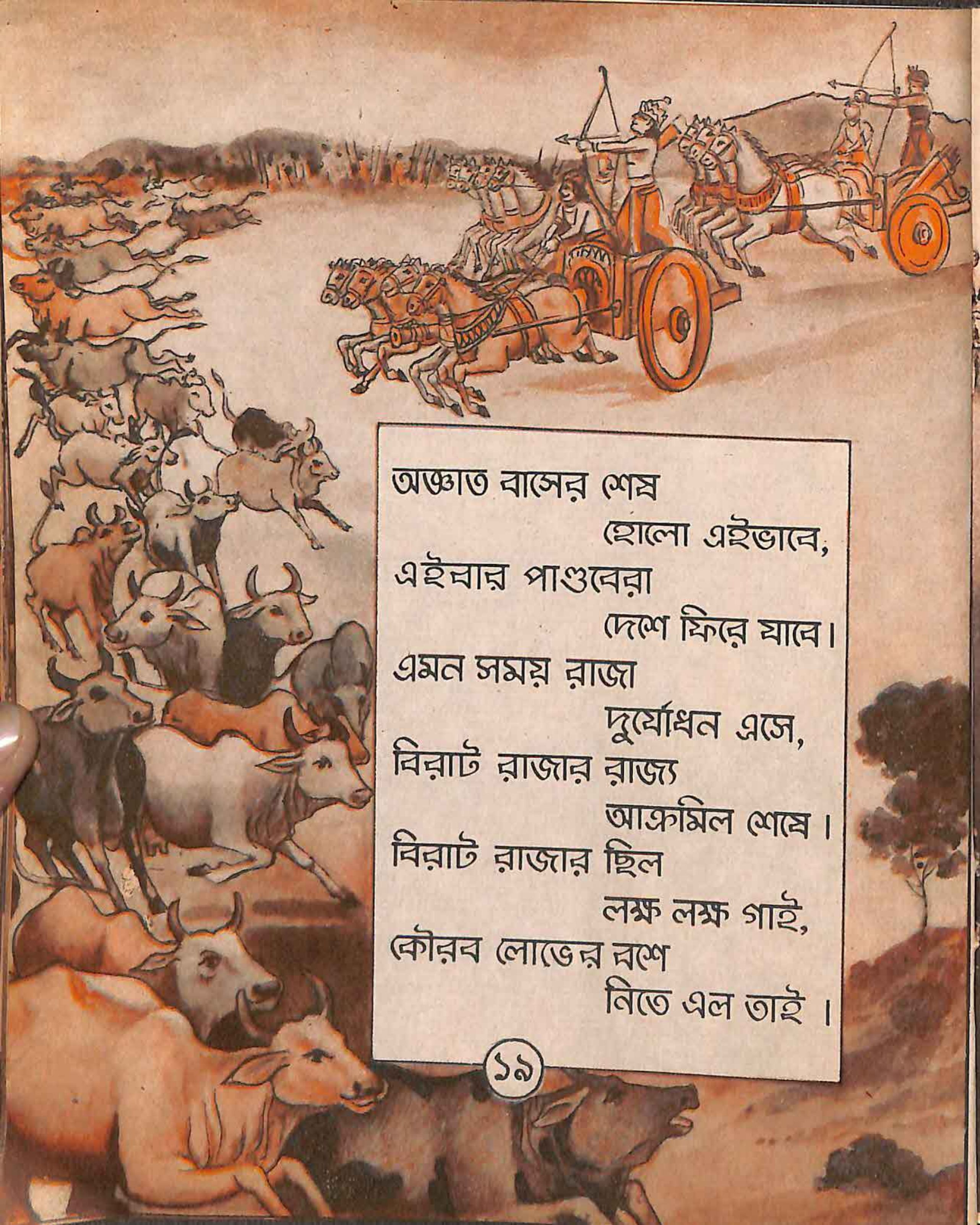
অজ্ঞাতে থাকিতে হবে
বর্ষকালাবধি,
ফের হবে বনবাস
ধরা পড় যদি।
এক বর্ষকাল সবে
থাকিয়া গোপনে
ফিরে এসে রাজ্য পাবে
রেখো এটা মনে”।
সঙ্গে নিয়ে দ্রৌপদী ও
সকল ভ্রাতায়,
রাজা যুধিষ্ঠির শেষে
বনবাসে যায়।



সুখে দুঃখে বারো বর্ষ
রহিল কাননে,
তারপর এক বর্ষ
কাটাল গোপনে।
ছদ্মবেশে পাণ্ডবেরা
বিরাটের ঘরে,
কাজ নিল নানাভাবে
শঙ্কিত অন্তরে।
কেহ ভৃত্য, কেহ হোলো
পাচক সে দেশে
কেউ হোলো অশ্বপাল
নানা ছদ্মবেশে।



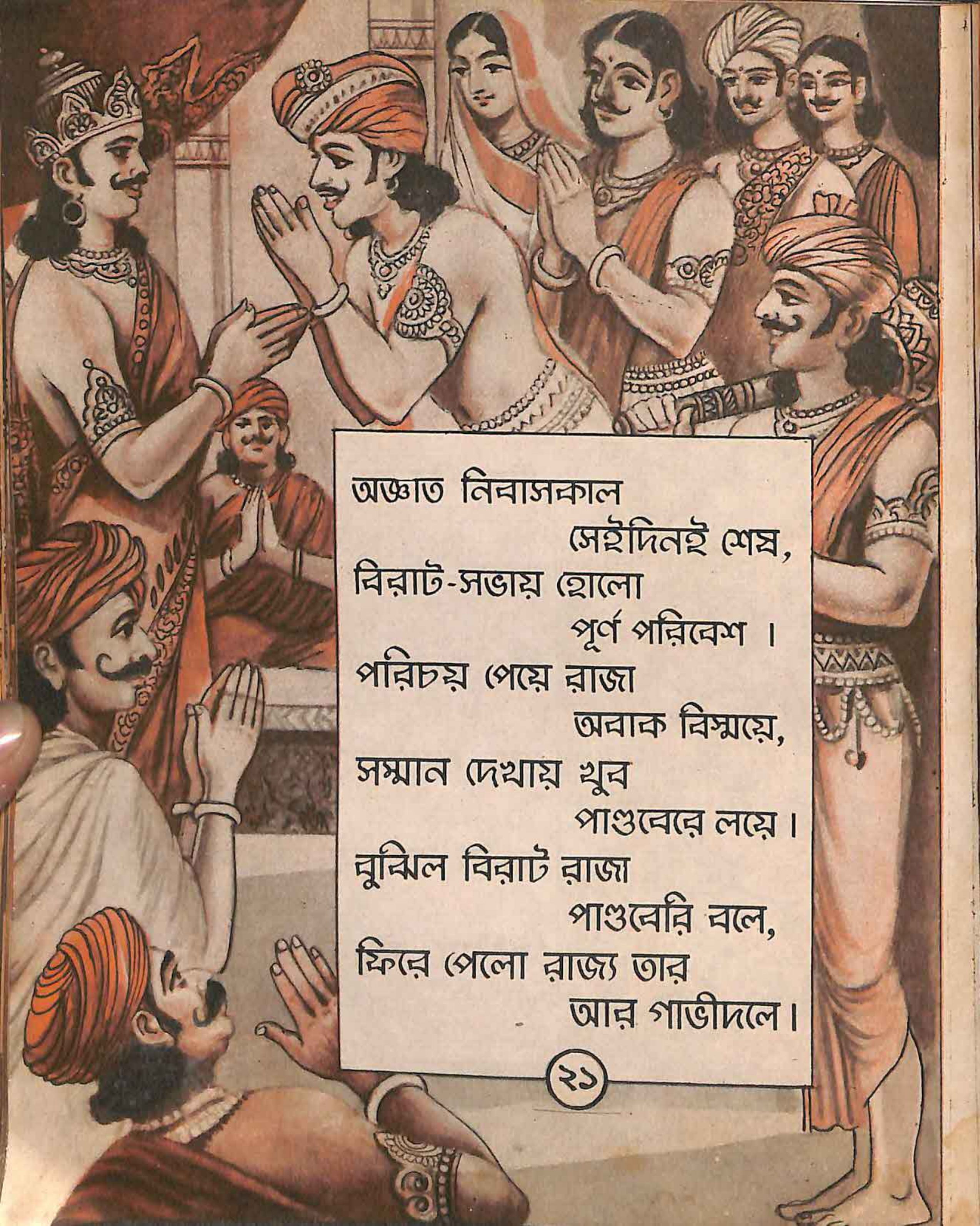
দ্রৌপদীও চলে যায়
অন্তঃপুর-পানে,
রাণীর সেবিকা হয়ে
রহে সেইখানে।
এইমত সুগোপনে
রহিল তাহারা,
কৌরবের চরগণ
খুঁজে খুঁজে সারা।
পাণ্ডবের দেখা নাহি
পায় কোন স্থলে,
এ সংবাদে দুর্যোধন
ক্রোধানলে জ্বলে।



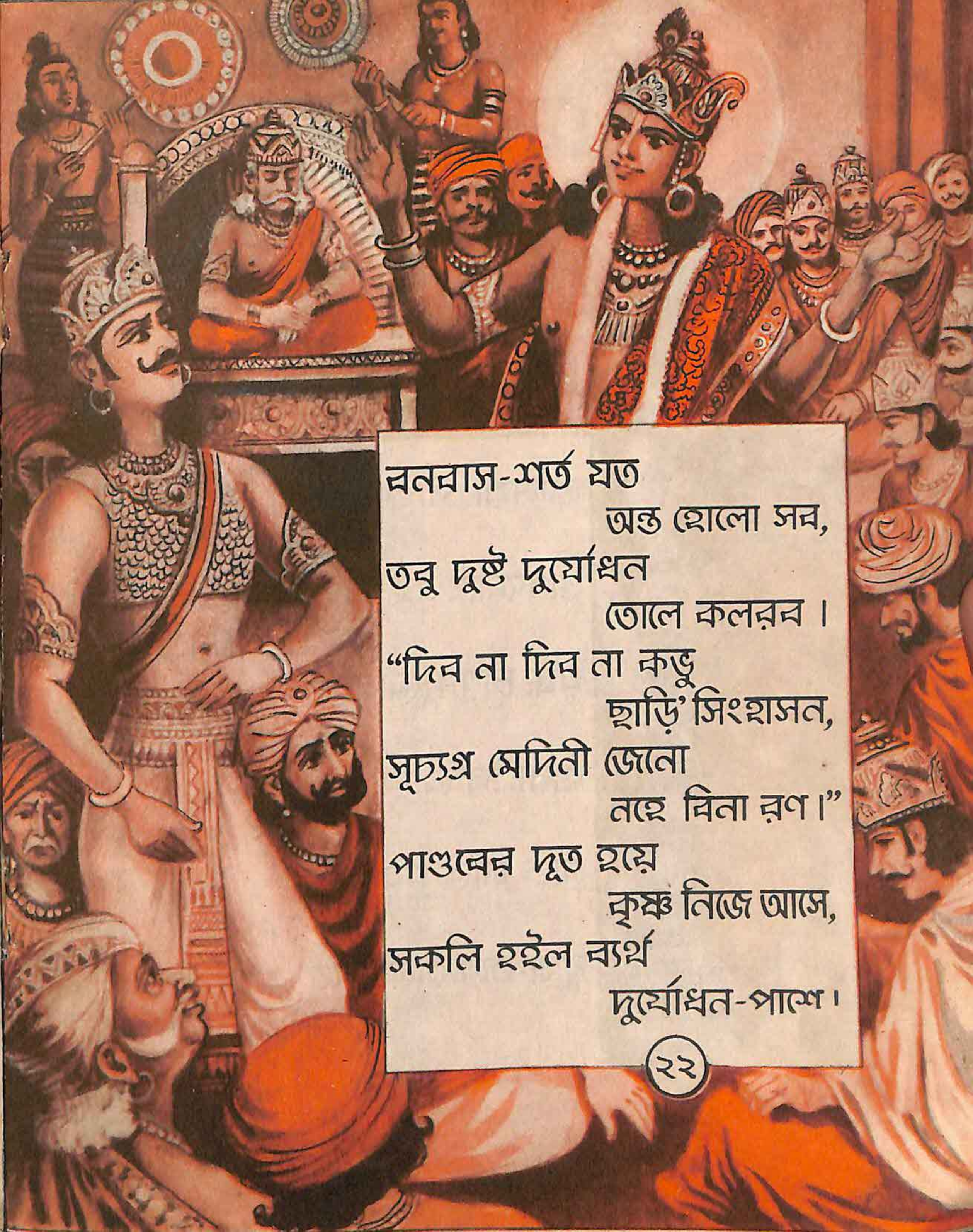
অজ্ঞাত বাসের শেষ
হোলো এইভাবে,
এইবার পাণ্ডবেরা
দেশে ফিরে যাবে।
এমন সময় রাজা
দুর্যোধন এসে,
বিরাট রাজার রাজ্য
আক্রমিল শেষে।
বিরাট রাজার ছিল
লক্ষ লক্ষ গাই,
কৌরব লোভের বশে
নিতে এল তাই।



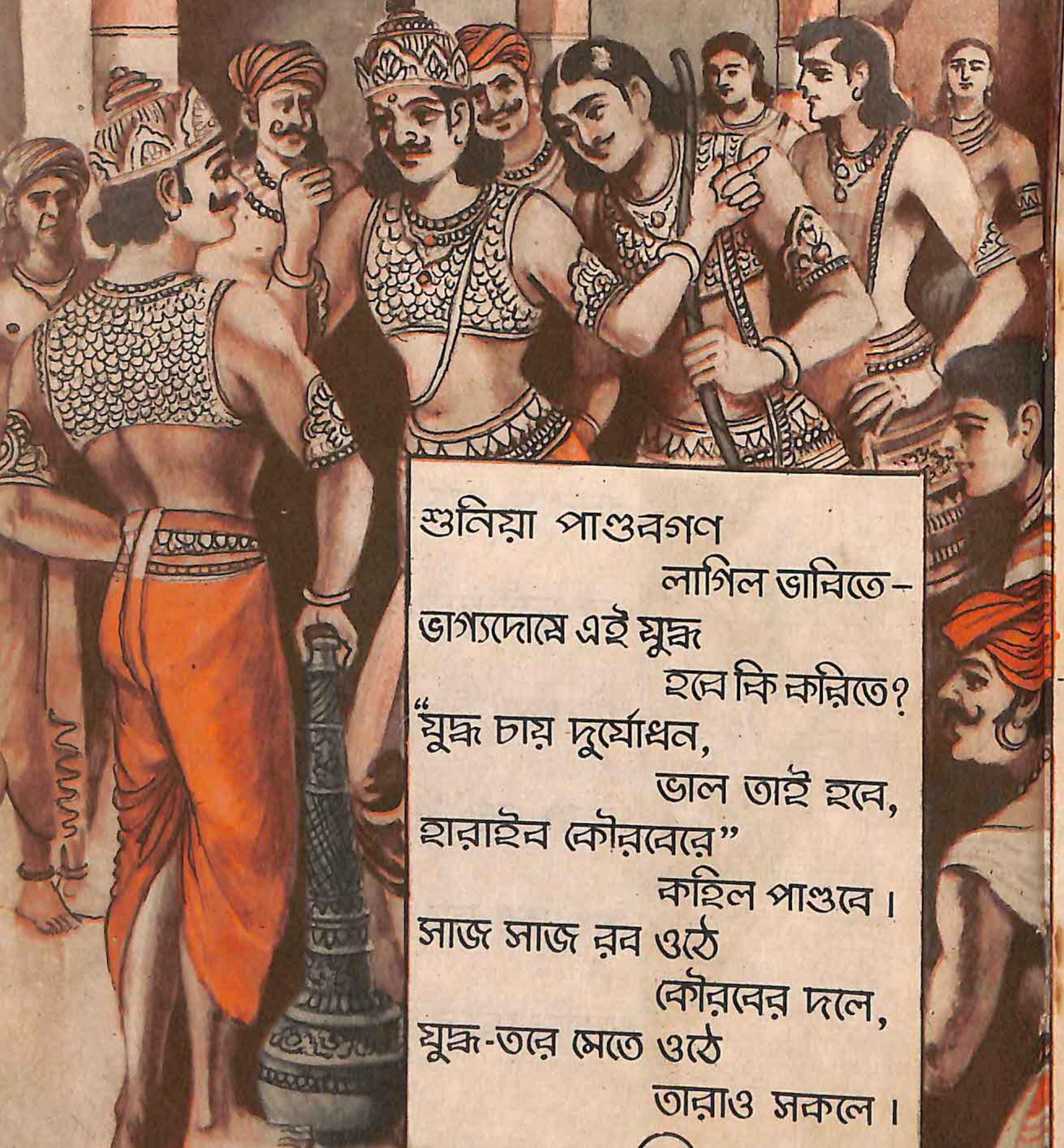
উত্তর বিরাট-পুত্র
চলে রণসাজে,
অর্জুন সারথি হয়ে
ওঠে রথমাঝে।
বিপুল কৌরব সেনা
দেখিয়া কুমার
ভয়ে কাঁপে থরথরি
দেখিল পাথার।
অর্জুন ভর্ৎসিয়া তারে
একা করে রণ,
জিনিয়া কৌরব সেনা
আনিল গোধন।



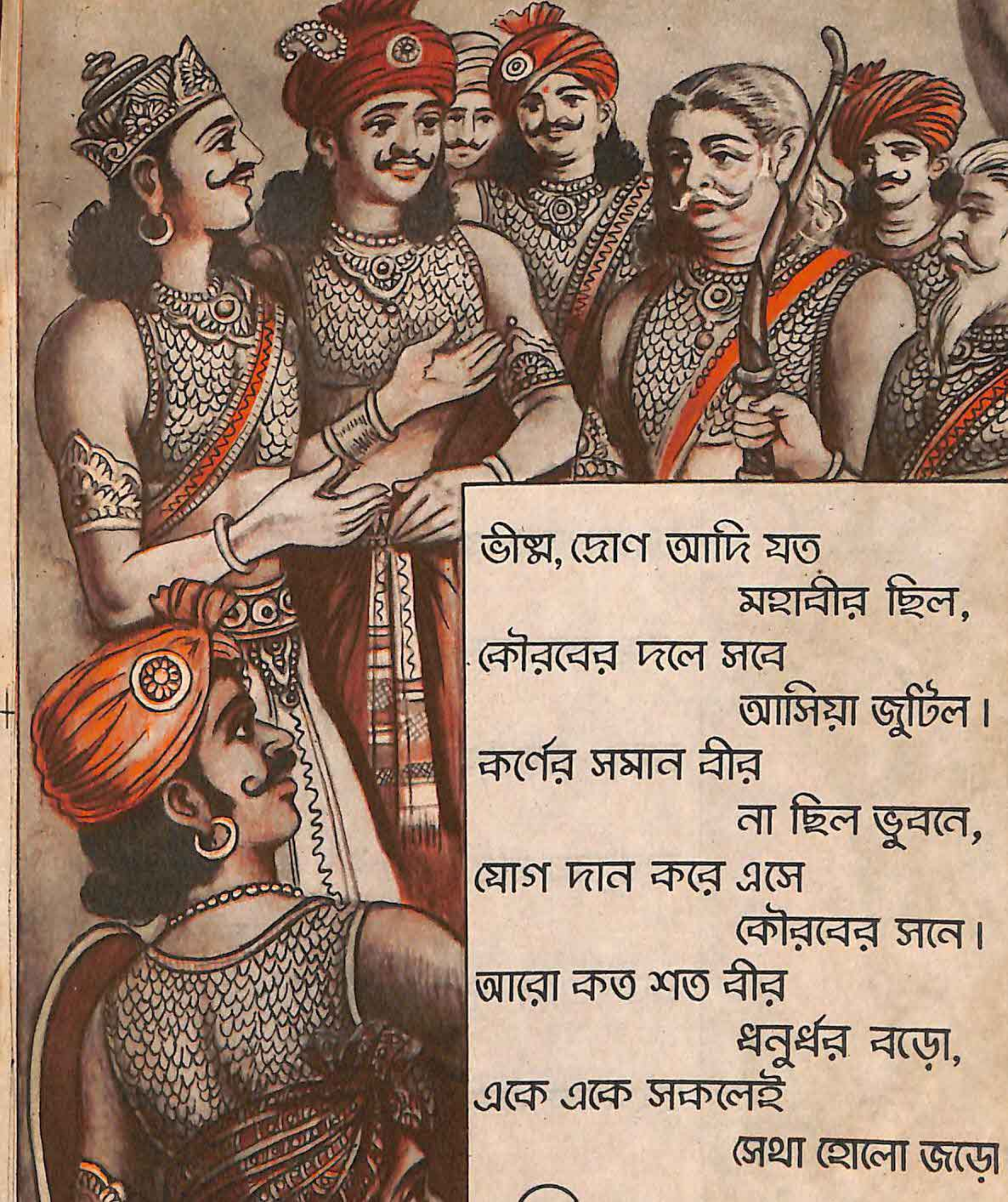
অজ্ঞাত নিবাসকাল
সেইদিনই শেষ,
বিরাট-সভায় হোলো
পূর্ণ পরিবেশ ।
পরিচয় পেয়ে রাজা
অবাক বিস্ময়ে,
সম্মান দেখায় খুব
পাণ্ডবেরে লয়ে ।
বুঝিল বিরাট রাজা
পাণ্ডবেরি বলে,
ফিরে পেলো রাজ্য তার
আর গাভীদলে ।



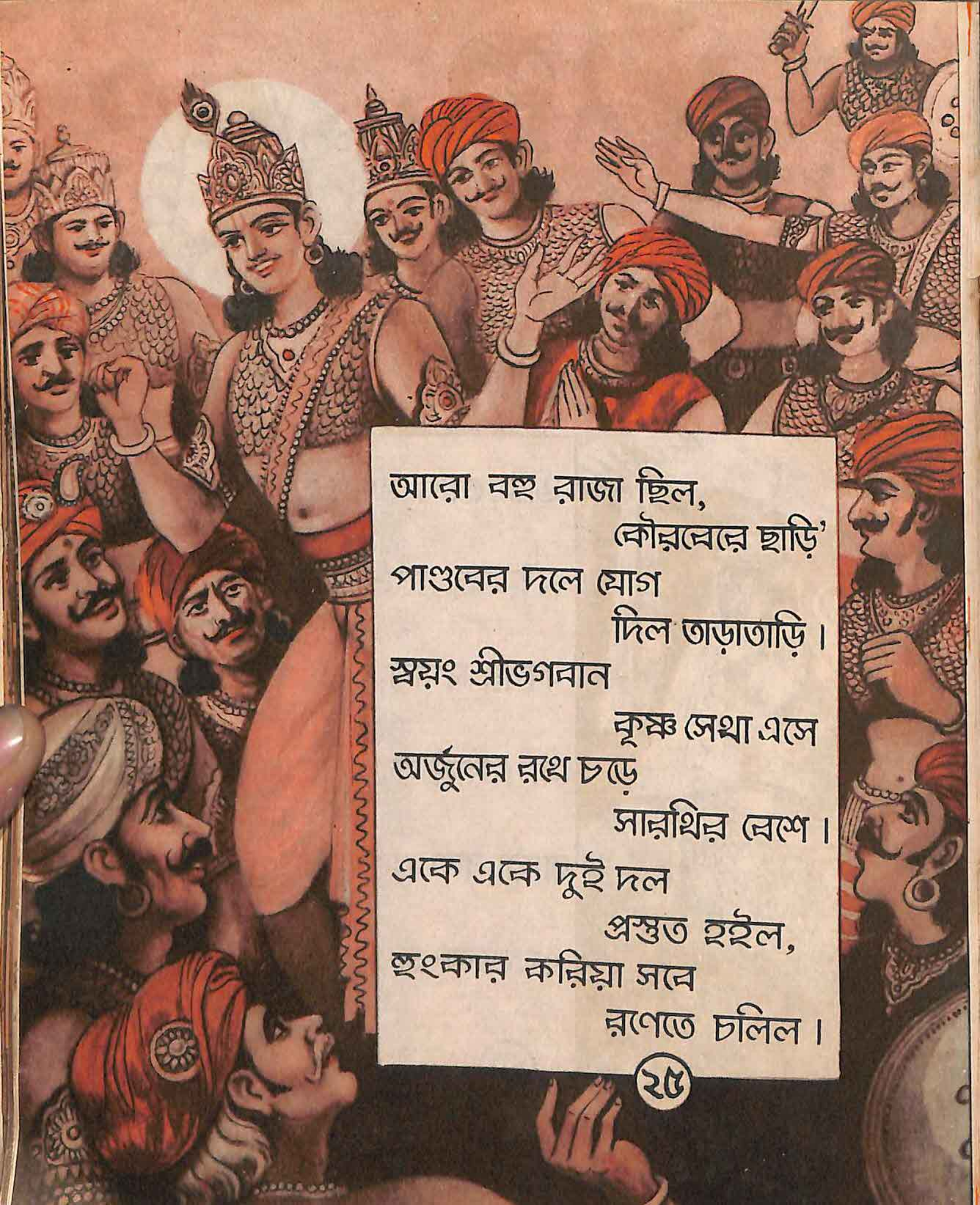
বনবাস-শর্ত যত
অন্ত হোলো সব,
তবু দুষ্ট দুর্যোধন
তোলে কলরব।
"দিব না দিব না কভু
ছাড়ি' সিংহাসন,
সূচ্যগ্র মেদিনী জেনো
নহে বিনা রণ।"
পাণ্ডবের দূত হয়ে
কৃষ্ণ নিজে আসে,
সকলি হইল ব্যর্থ
দুর্যোধন-পাশে।



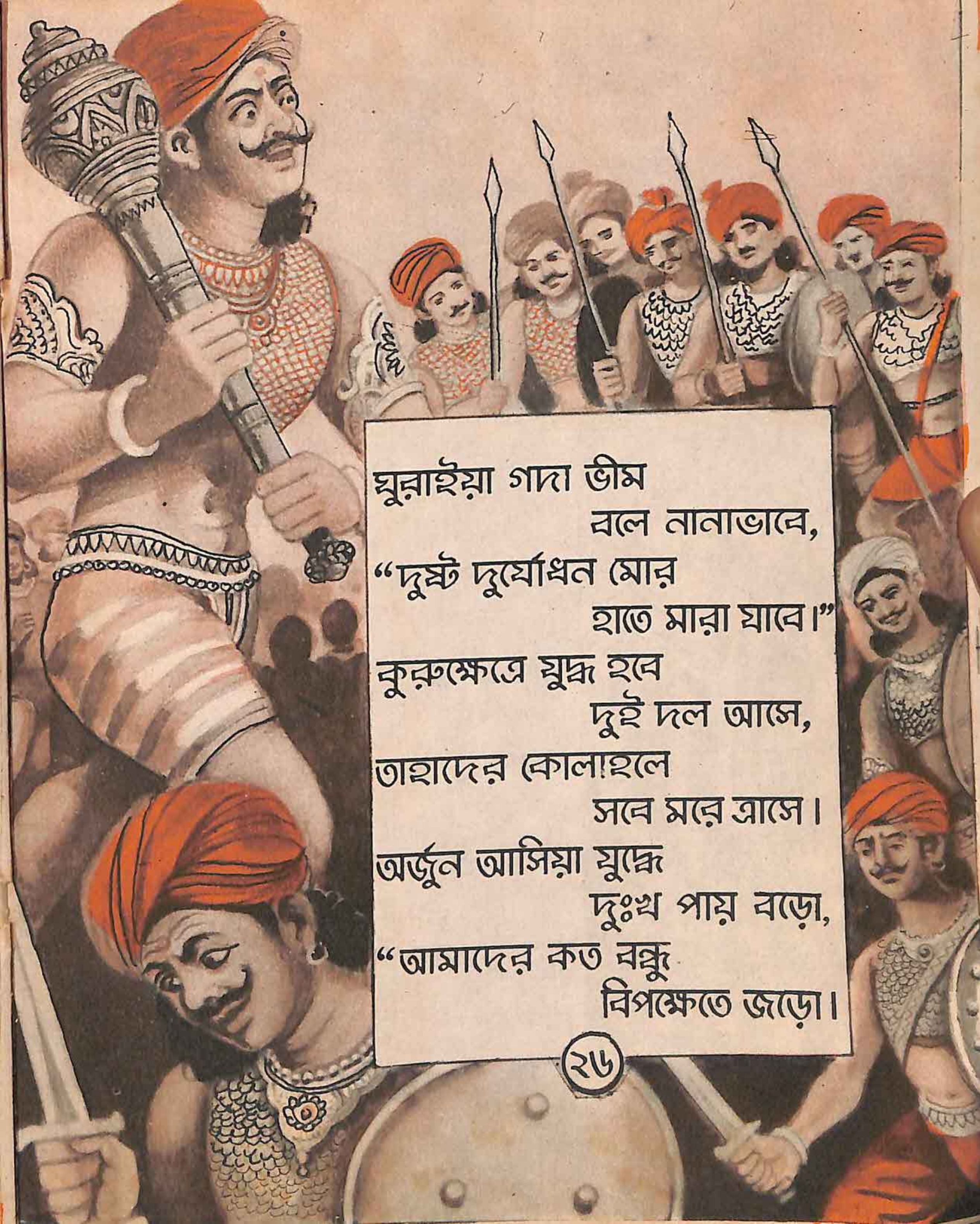
শুনিয়া পাণ্ডবগণ
লাগিল ভাবিতে-
ভাগ্যদোষে এই যুদ্ধ
হবে কি করিতে?
"যুদ্ধ চায় দুর্যোধন,
ভাল তাই হবে,
হারাইব কৌরবেরে"
কহিল পাণ্ডবে।
সাজ সাজ রব ওঠে
কৌরবের দলে,
যুদ্ধ-তরে মেতে ওঠে
তারাও সকলে।



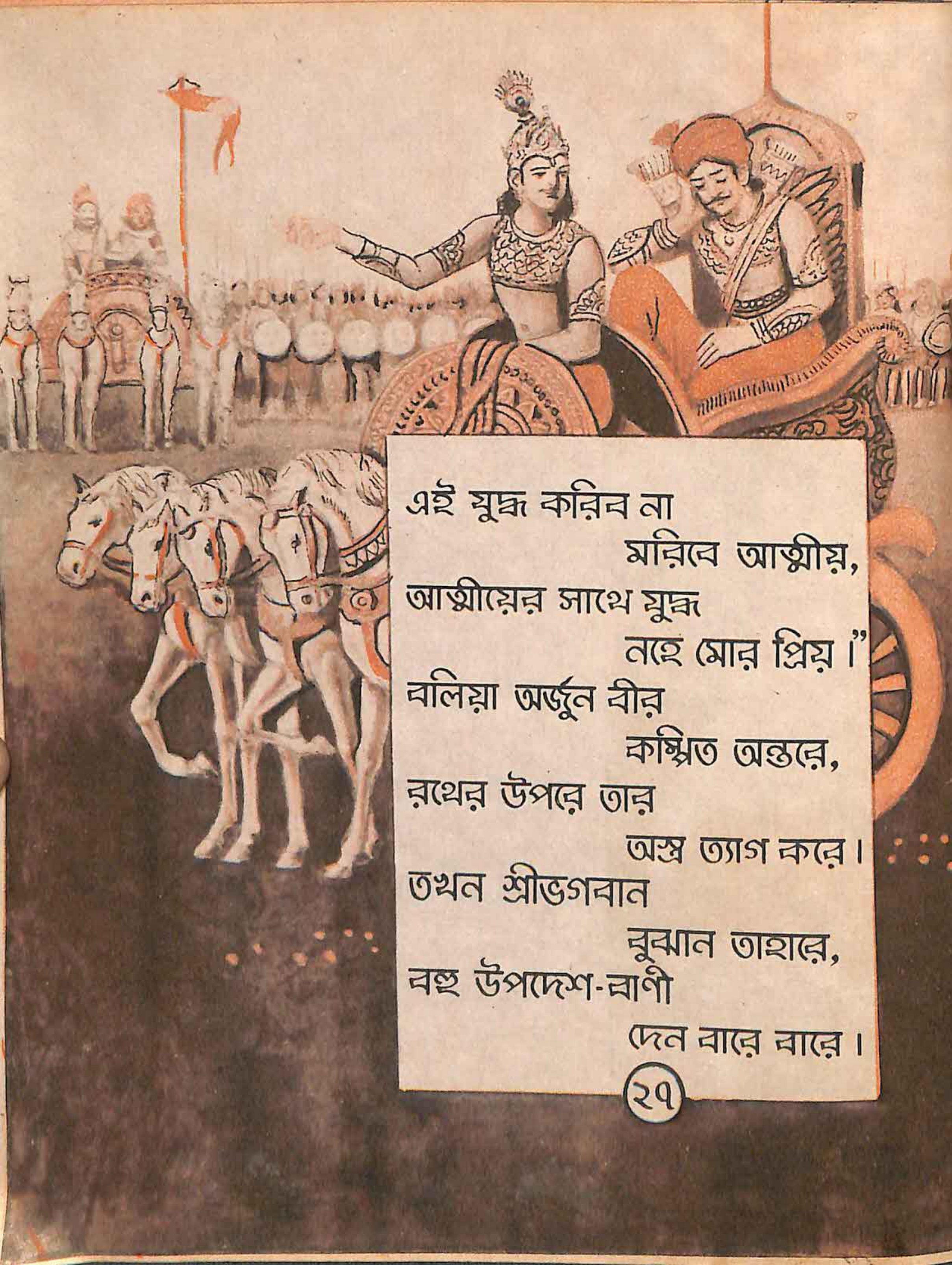
ভীষ্ম, দ্রোণ আদি যত
মহাবীর ছিল,
কৌরবের দলে সবে
আসিয়া জুটিল।
কর্ণের সমান বীর
না ছিল ভুবনে,
যোগ দান করে এসে
কৌরবের সনে।
আরো কত শত বীর
ধনুর্ধর বড়ো,
একে একে সকলেই
সেথা হোলো জড়ো



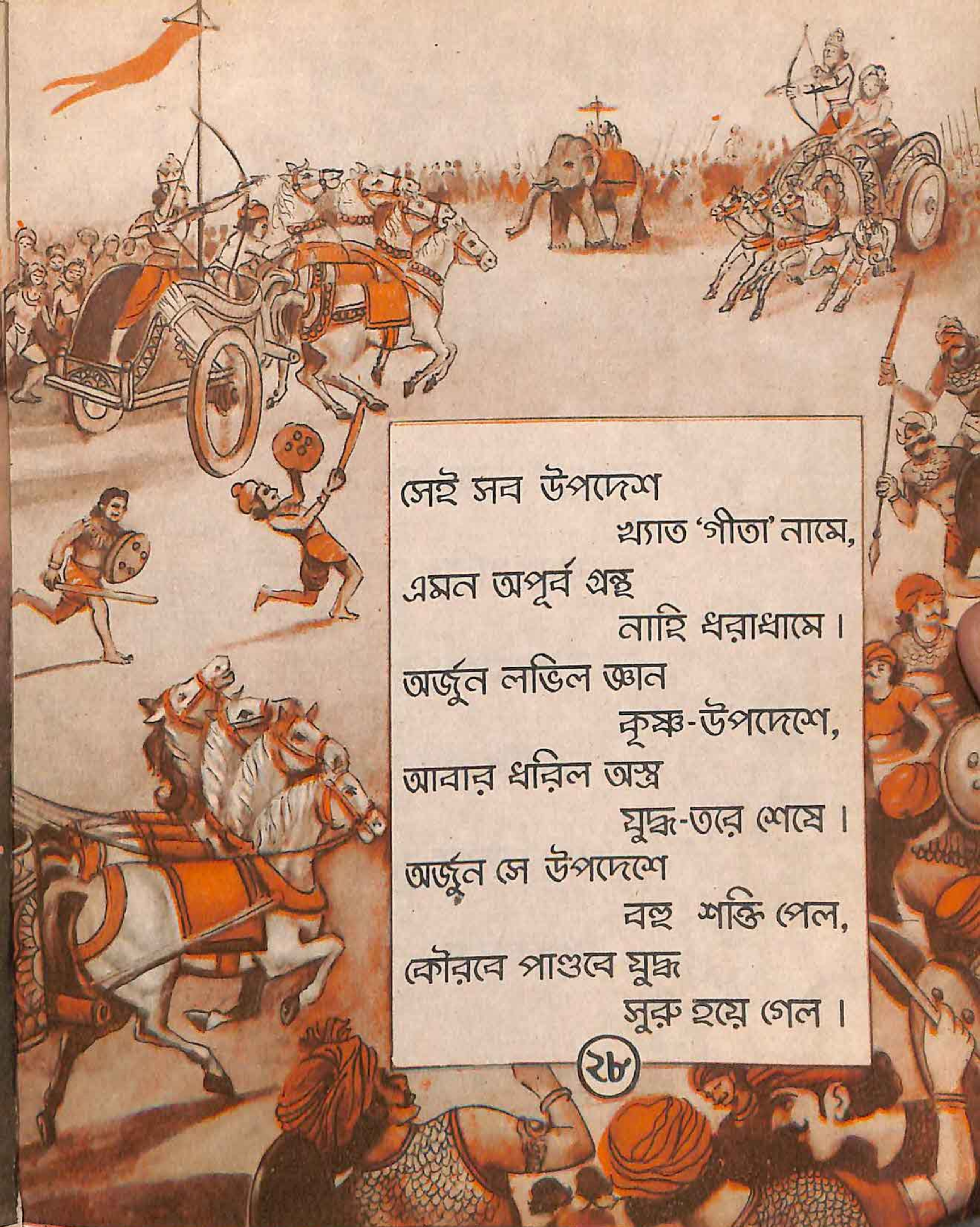
আরো বহু রাজা ছিল,
কৌরবেরে ছাড়ি'
পাণ্ডবের দলে যোগ
দিল তাড়াতাড়ি।
স্বয়ং শ্রীভগবান
কৃষ্ণ সেথা এসে
অর্জুনের রথে চড়ে
সারথির বেশে।
একে একে দুই দল
প্রস্তুত হইল,
হুংকার করিয়া সবে
রণেতে চলিল।



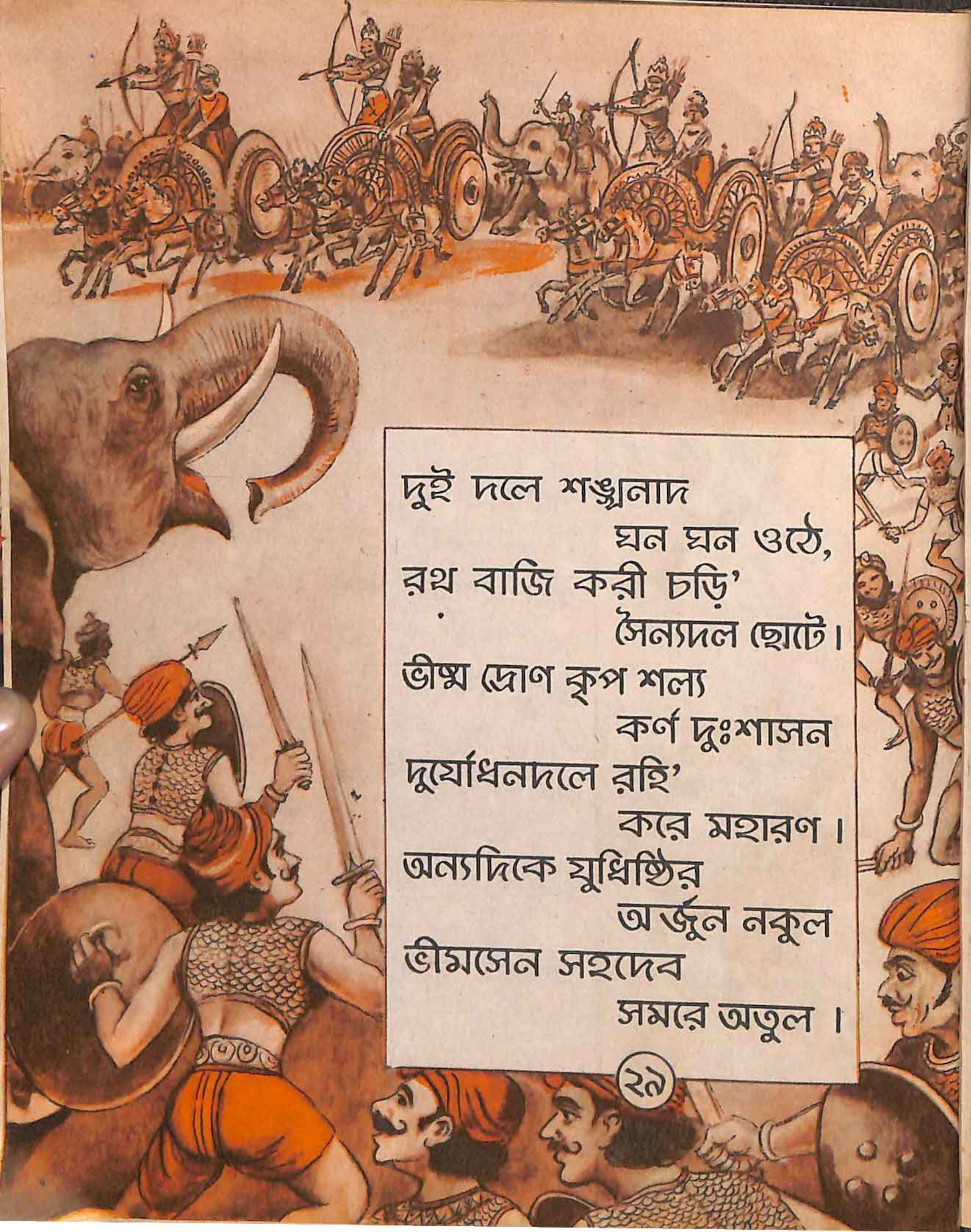
ঘুরাইয়া গদা ভীম
বলে নানাভাবে,
"দুষ্ট দুর্যোধন মোর
হাতে মারা যাবে।"
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ হবে
দুই দল আসে,
তাহাদের কোলাহলে
সবে মরে ত্রাসে।
অর্জুন আসিয়া যুদ্ধে
দুঃখ পায় বড়ো,
"আমাদের কত বন্ধু
বিপক্ষেতে জড়ো।



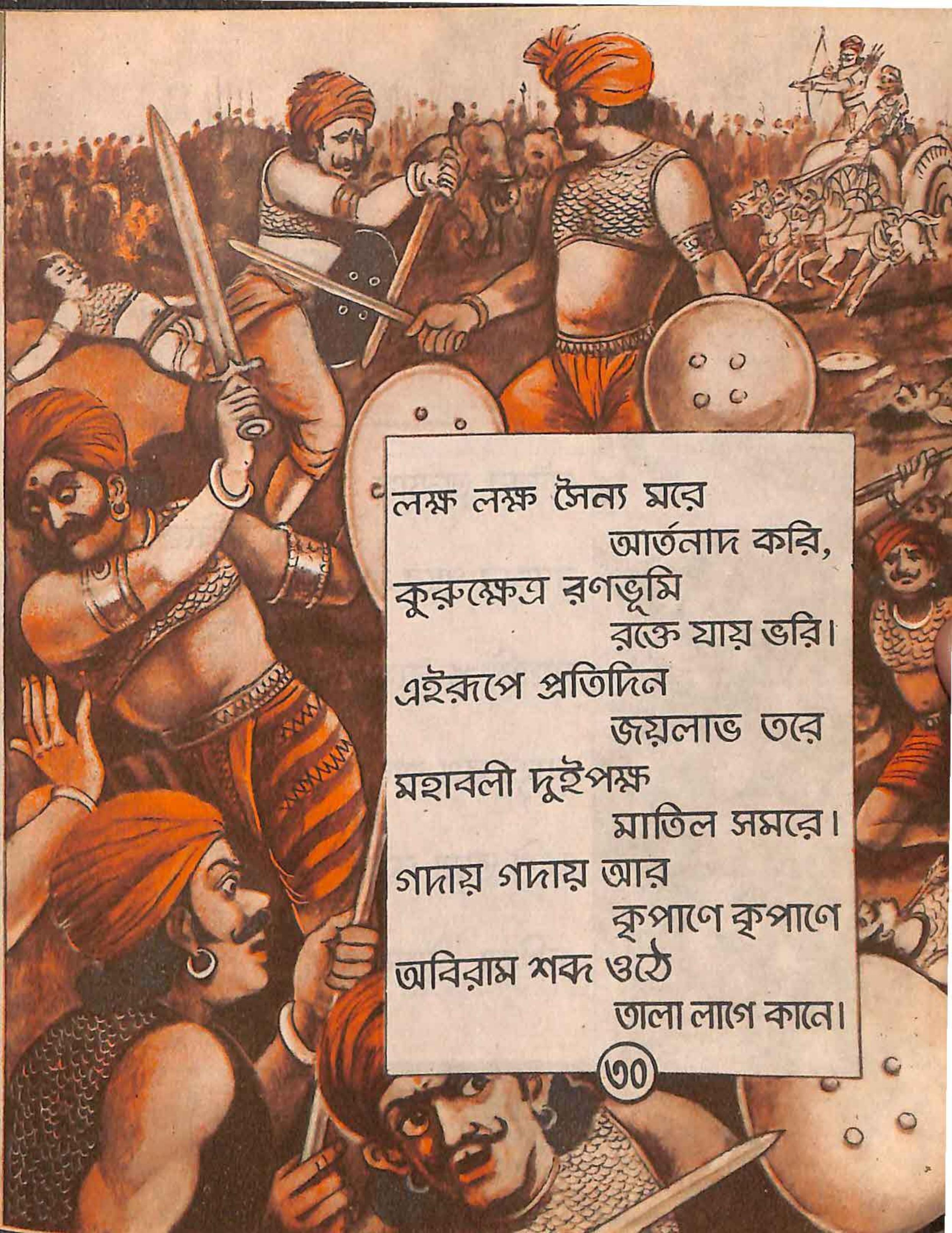
এই যুদ্ধ করিব না
মরিবে আত্মীয়,
আত্মীয়ের সাথে যুদ্ধ
নহে মোর প্রিয়।"
বলিয়া অর্জুন বীর
কম্পিত অন্তরে,
রথের উপরে তার
অস্ত্র ত্যাগ করে।
তখন শ্রীভগবান
বুঝান তাহারে,
বহু উপদেশ-বাণী
দেন বারে বারে।



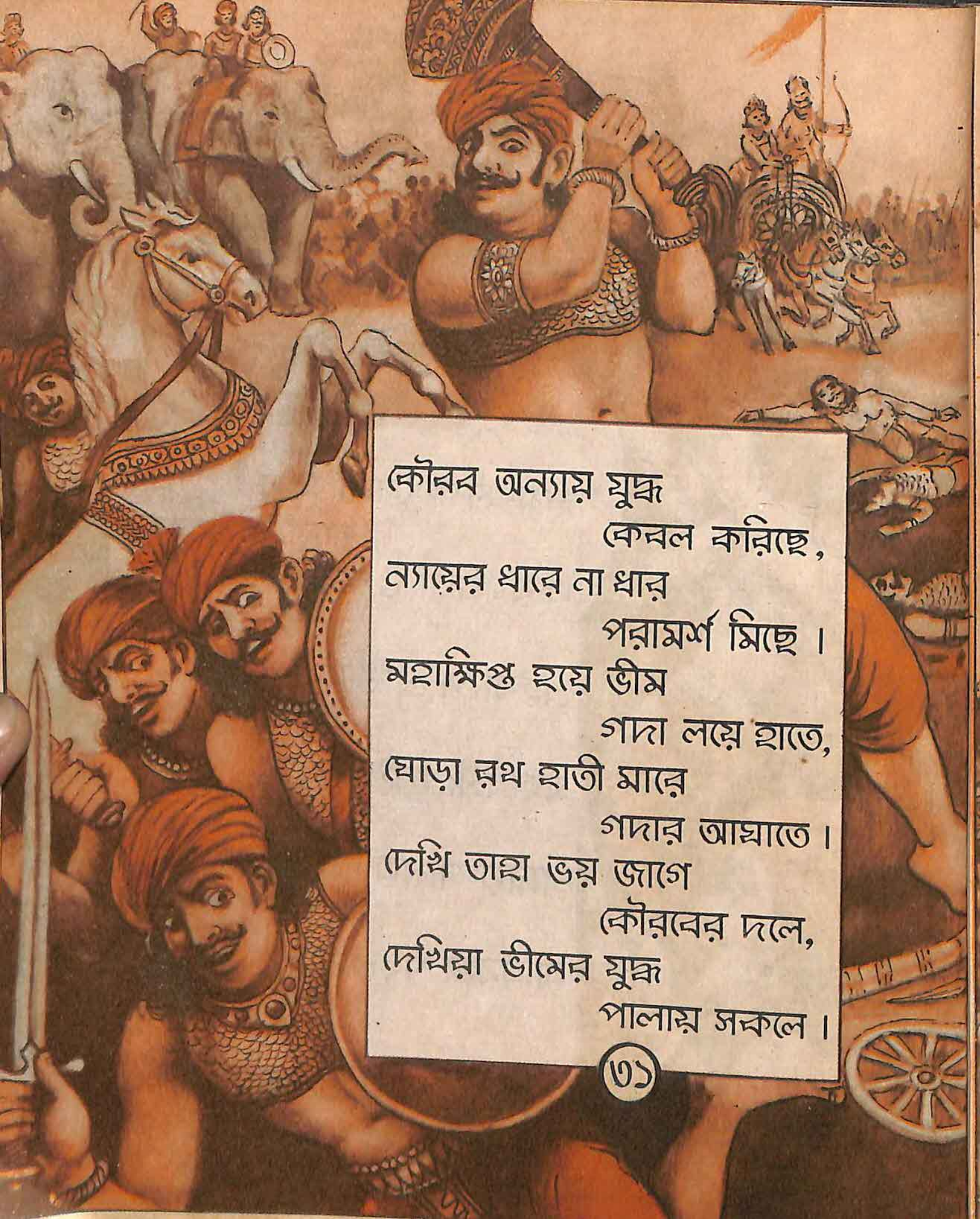
সেই সব উপদেশে
খ্যাত 'গীতা' নামে,
এমন অপূর্ব গ্রন্থ
নাহি ধরাধামে।
অর্জুন লভিল জ্ঞান
কৃষ্ণ-উপদেশে,
আবার ধরিল অস্ত্র
যুদ্ধ-তরে শেষে।
অর্জুন সে উপদেশে
বহু শক্তি পেল,
কৌরবে পাণ্ডবে যুদ্ধ
সুরু হয়ে গেল।



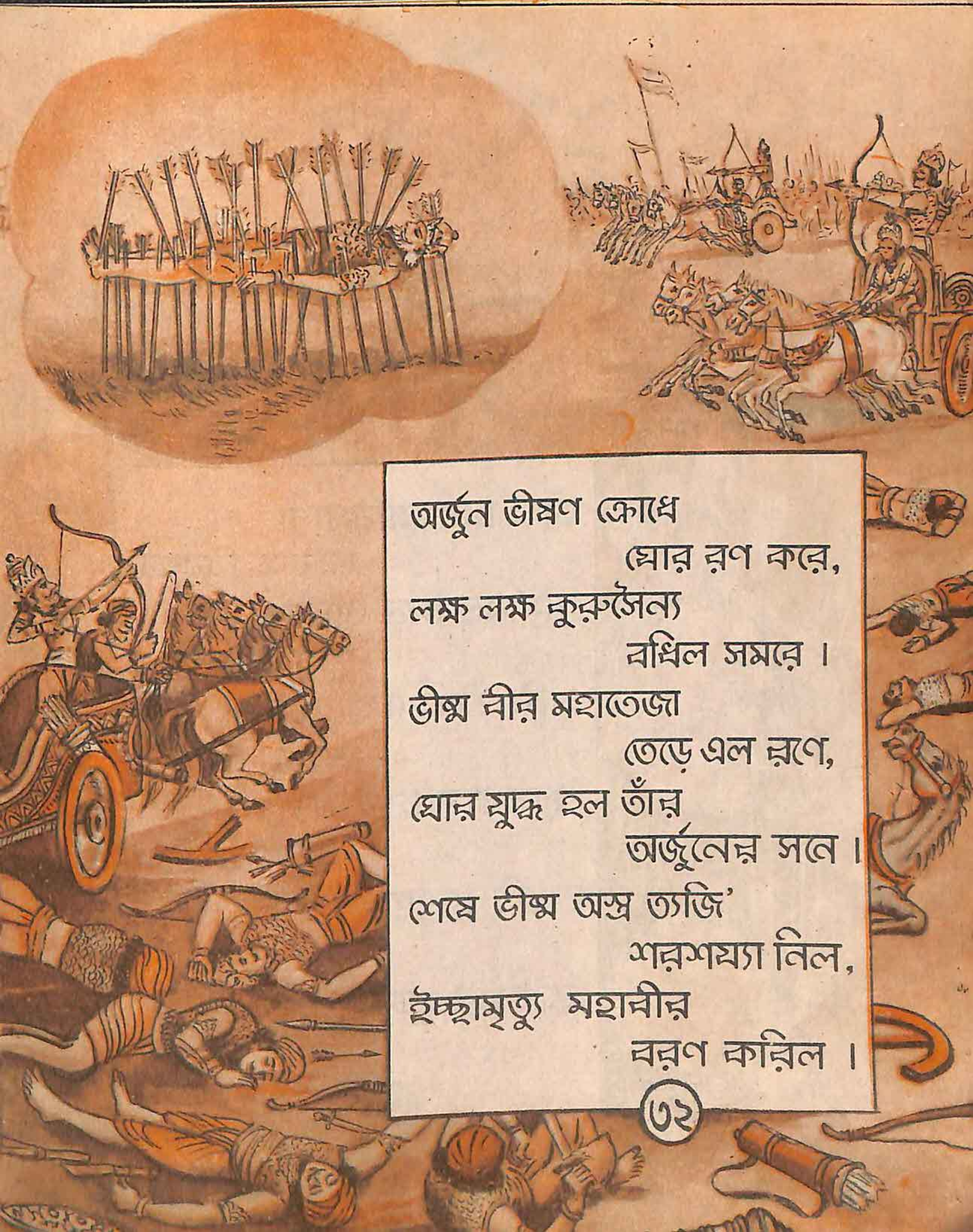
দুই দলে শঙ্খনাদ
ঘন ঘন ওঠে,
রথ বাজি করী চড়ি'
সৈন্যদল ছোটে।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ শল্য
কর্ণ দুঃশাসন
দুর্যোধনদলে রহি'
করে মহারণ।
অন্যদিকে যুধিষ্ঠির
অর্জুন নকুল
ভীমসেন সহদেব
সমরে অতুল।



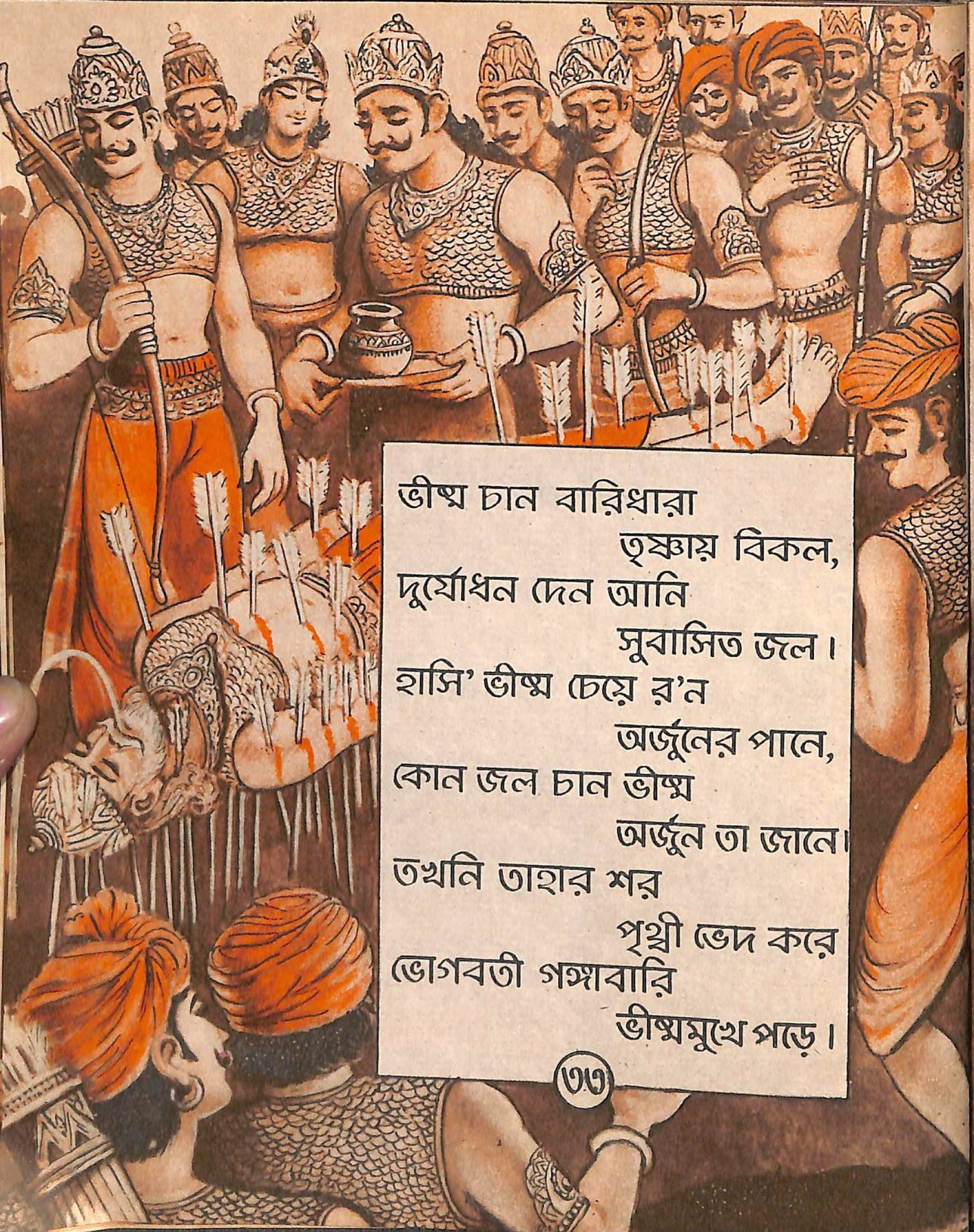
লক্ষ লক্ষ সৈন্য মরে
আর্তনাদ করি,
কুরুক্ষেত্র রণভূমি
রক্তে যায় ভরি।
এইরূপে প্রতিদিন
জয়লাভ তরে
মহাবলী দুইপক্ষ
মাতিল সমরে।
গদায় গদায় আর
কৃপাণে কৃপাণে
অবিরাম শব্দ ওঠে
তালা লাগে কানে।



কৌরব অন্যায় যুদ্ধ
কেবল করিছে,
ন্যায়ের ধারে না ধার
পরামর্শ মিছে।
মহাক্ষিপ্ত হয়ে ভীম
গদা লয়ে হাতে,
ঘোড়া রথ হাতী মারে
গদার আঘাতে।
দেখি তাহা ভয় জাগে
কৌরবের দলে,
দেখিয়া ভীমের যুদ্ধ
পালায় সকলে।



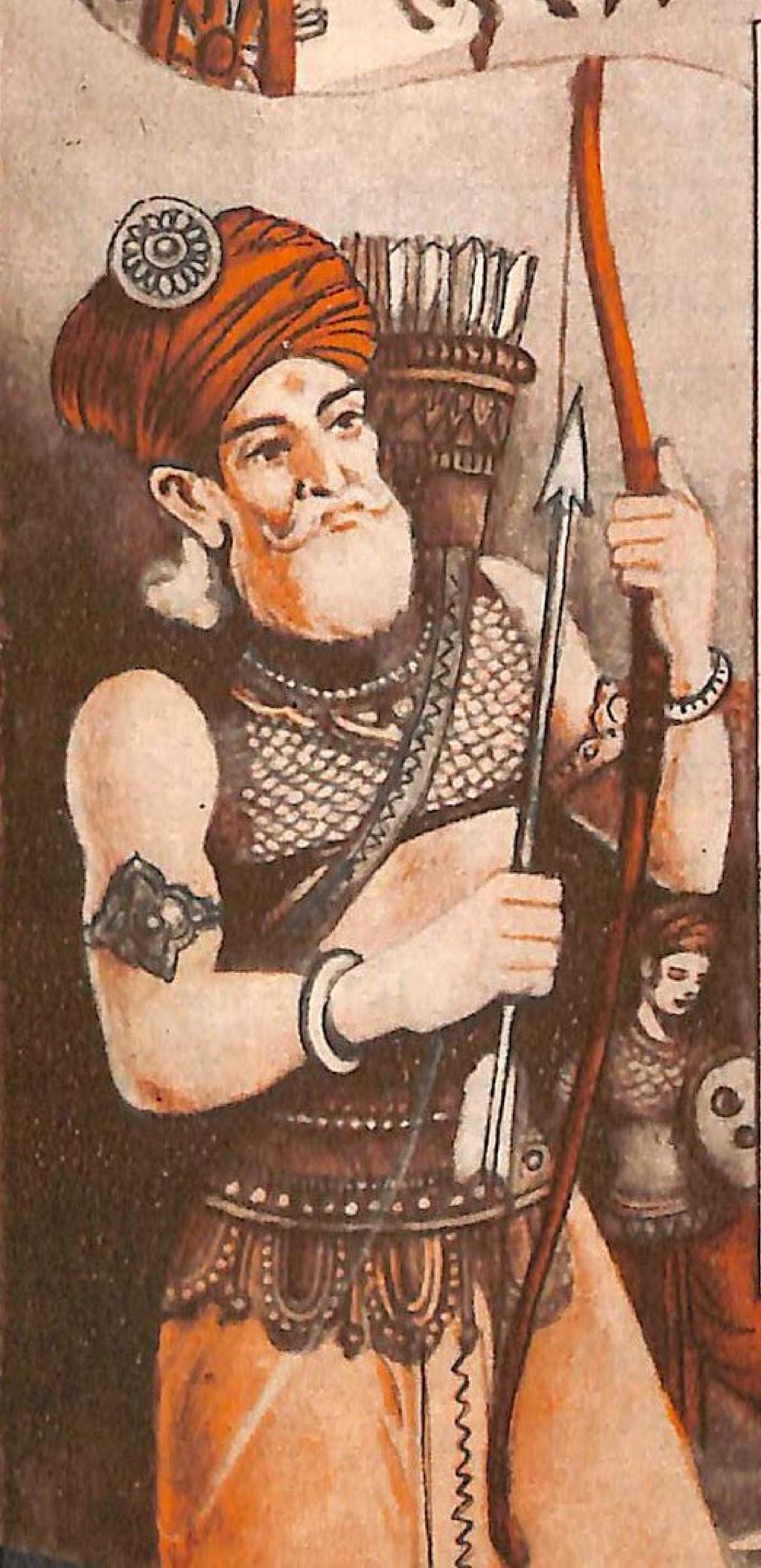
অর্জুন ভীষণ ক্রোধে
ঘোর রণ করে,
লক্ষ লক্ষ কুরুসৈন্য
বধিল সমরে।
ভীষ্ম বীর মহাতেজা
তেড়ে এল রণে,
ঘোর যুদ্ধ হল তাঁর
অর্জুনের সনে।
শেষে ভীষ্ম অস্ত্র ত্যজি'
শরশয্যা নিল,
ইচ্ছামৃত্যু মহাবীর
বরণ করিল।

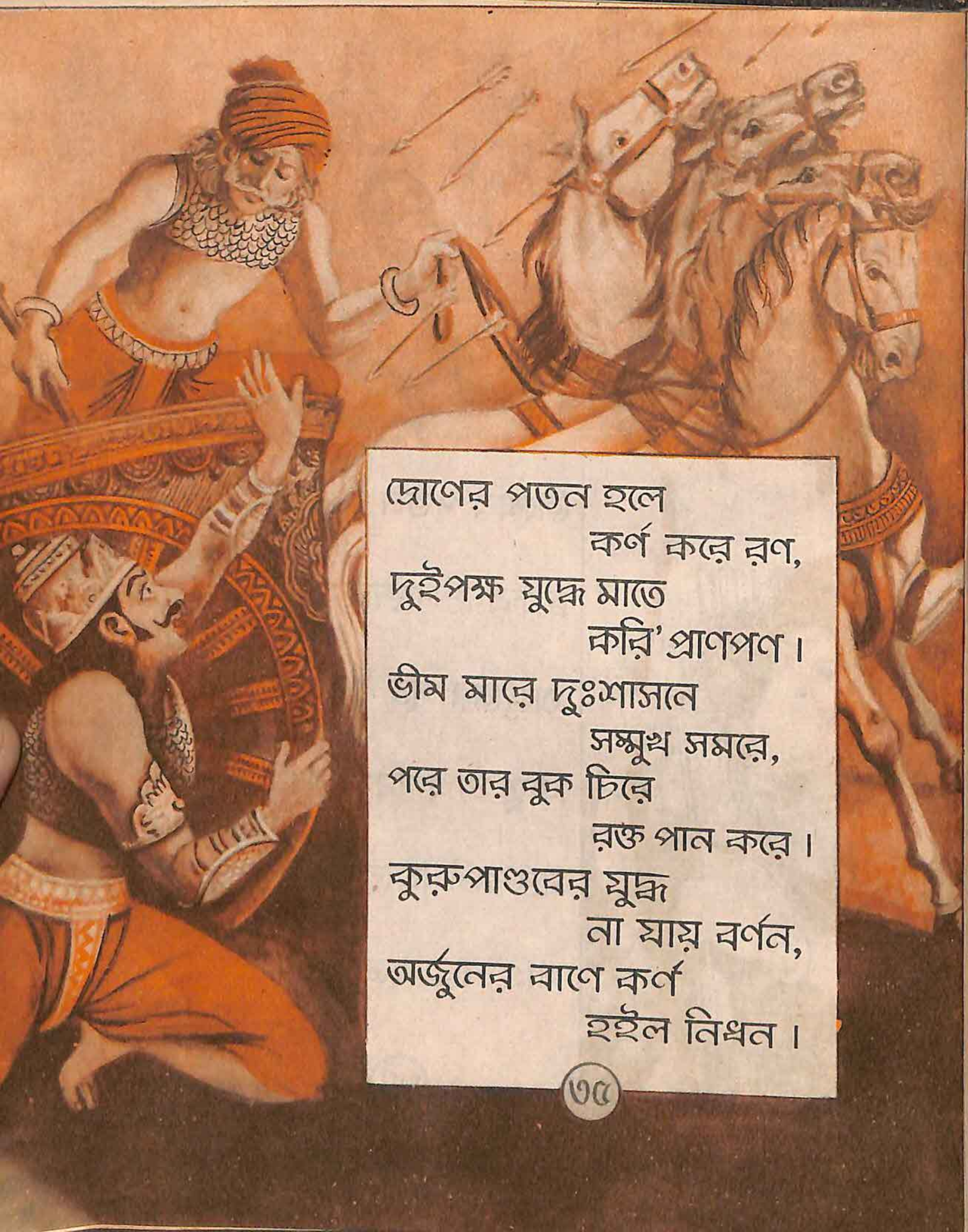


ভীষ্ম চান বারিধারা
তৃষ্ণায় বিকল,
দুর্যোধন দেন আনি
সুবাসিত জল।
হাসি' ভীষ্ম চেয়ে র'ন
অর্জুনের পানে,
কোন জল চান ভীষ্ম
অর্জুন তা জানে।
তখনি তাহার শর
পৃথ্বী ভেদ করে
ভোগবতী গঙ্গাবারি
ভীষ্মমুখে পড়ে।

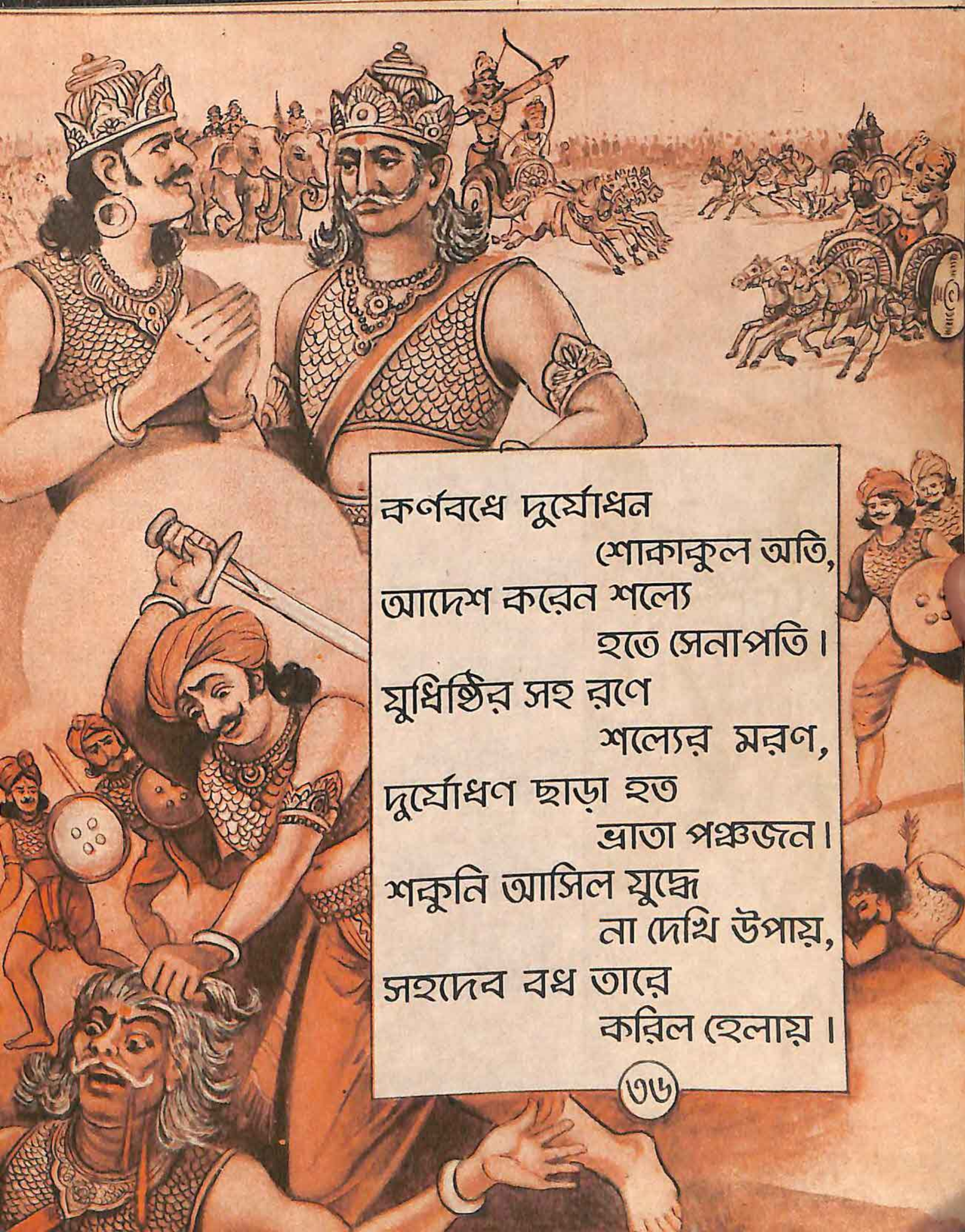


ভীষ্মের পতন হলে
আসিলেন দ্রোণ,
চক্রব্যূহ সাজাইয়া
করে ঘোর রণ।
অর্জ্জুনের পুত্র বীর
অভিমন্যু ছিল,
কিছু না ভাবিয়া সেই
ব্যূহে প্রবেশিল।
সপ্তরথী ঘিরে তারে
করিল সংহার
পাণ্ডবের দলে ওঠে
ঘোর হাহাকার।

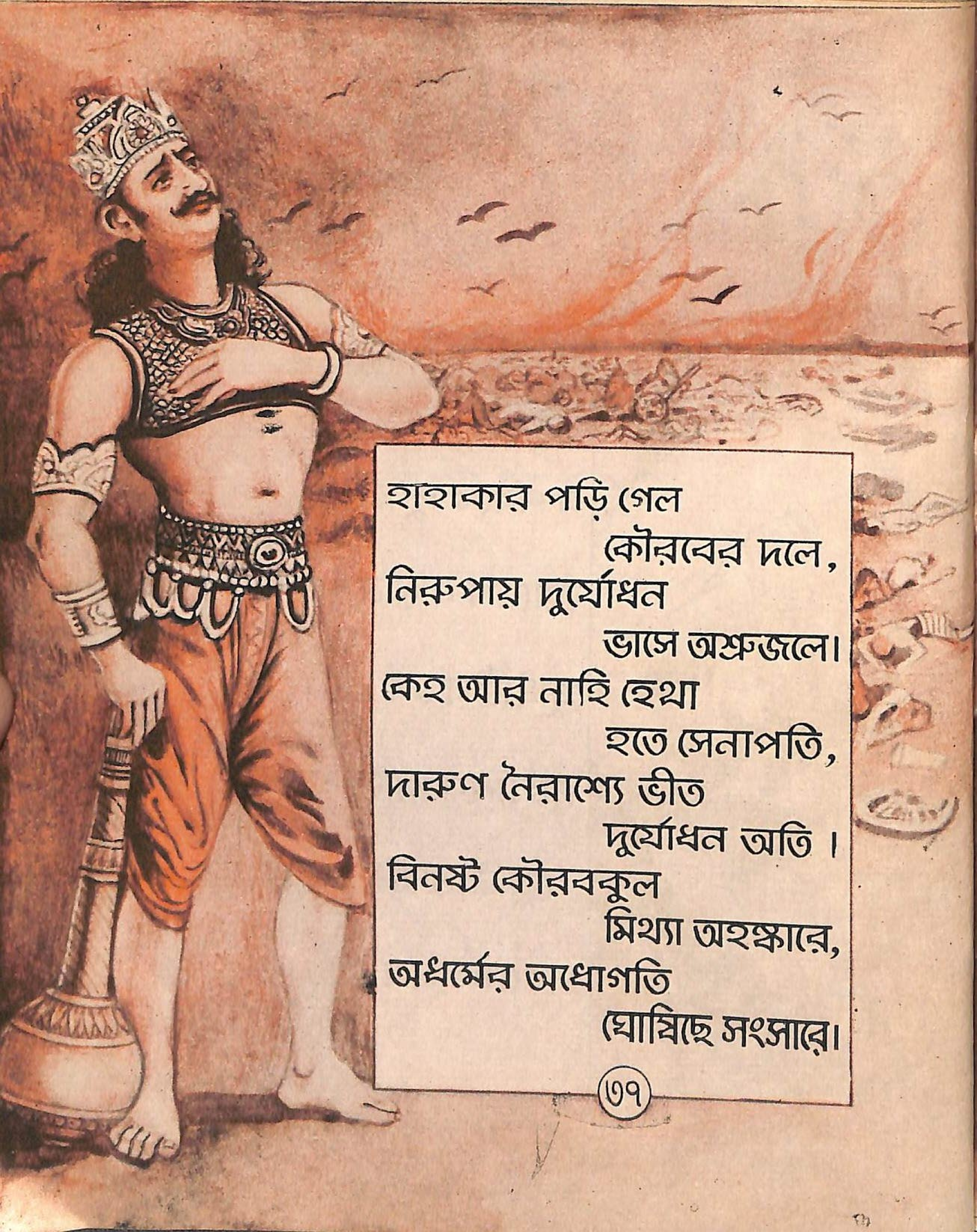




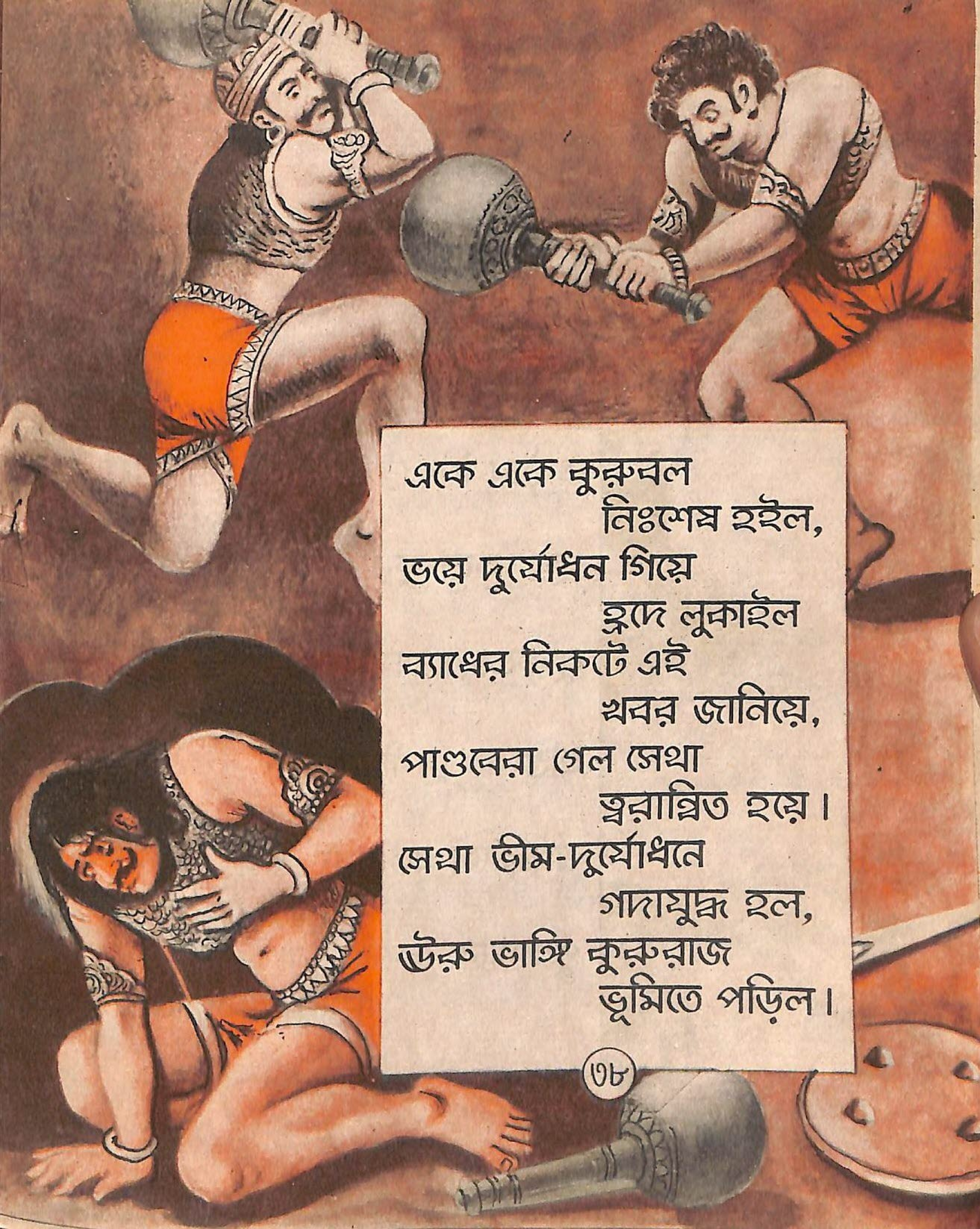
দ্রোণের পতন হলে
কর্ণ করে রণ,
দুইপক্ষ যুদ্ধে মাতে
করি' প্রাণপণ।
ভীম মারে দুঃশাসনে
সম্মুখ সমরে,
পরে তার বুক চিরে
রক্ত পান করে।
কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ
না যায় বর্ণন,
অর্জুনের বাণে কর্ণ
হইল নিধন।



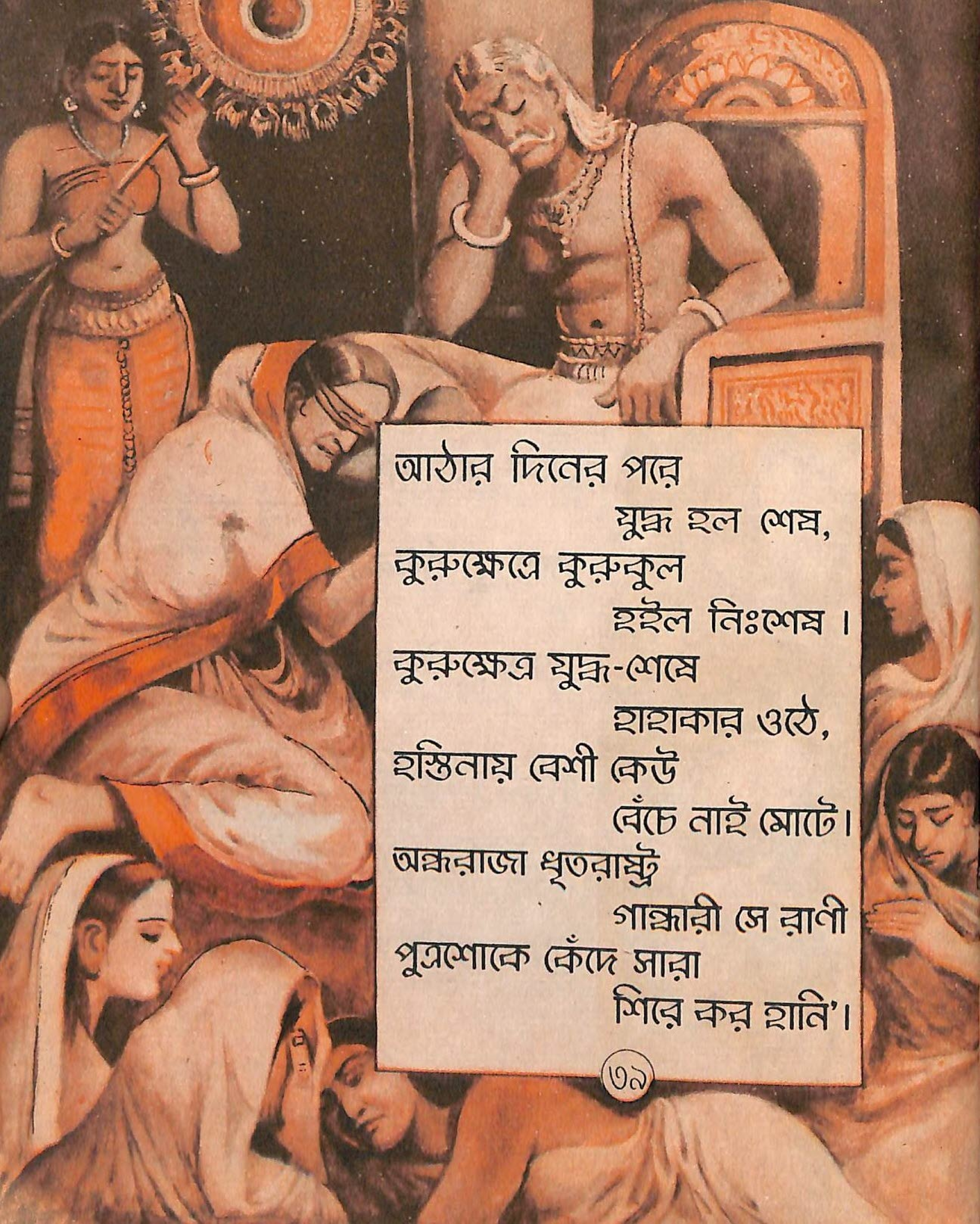
কর্ণবধে দুর্যোধন
শোকাকুল অতি,
আদেশ করেন শল্যে
হতে সেনাপতি।
যুধিষ্ঠির সহ রণে
শল্যের মরণ,
দুর্যোধণ ছাড়া হত
ভ্রাতা পঞ্চজন।
শকুনি আসিল যুদ্ধে
না দেখি উপায়,
সহদেব বধ তারে
করিল হেলায়।



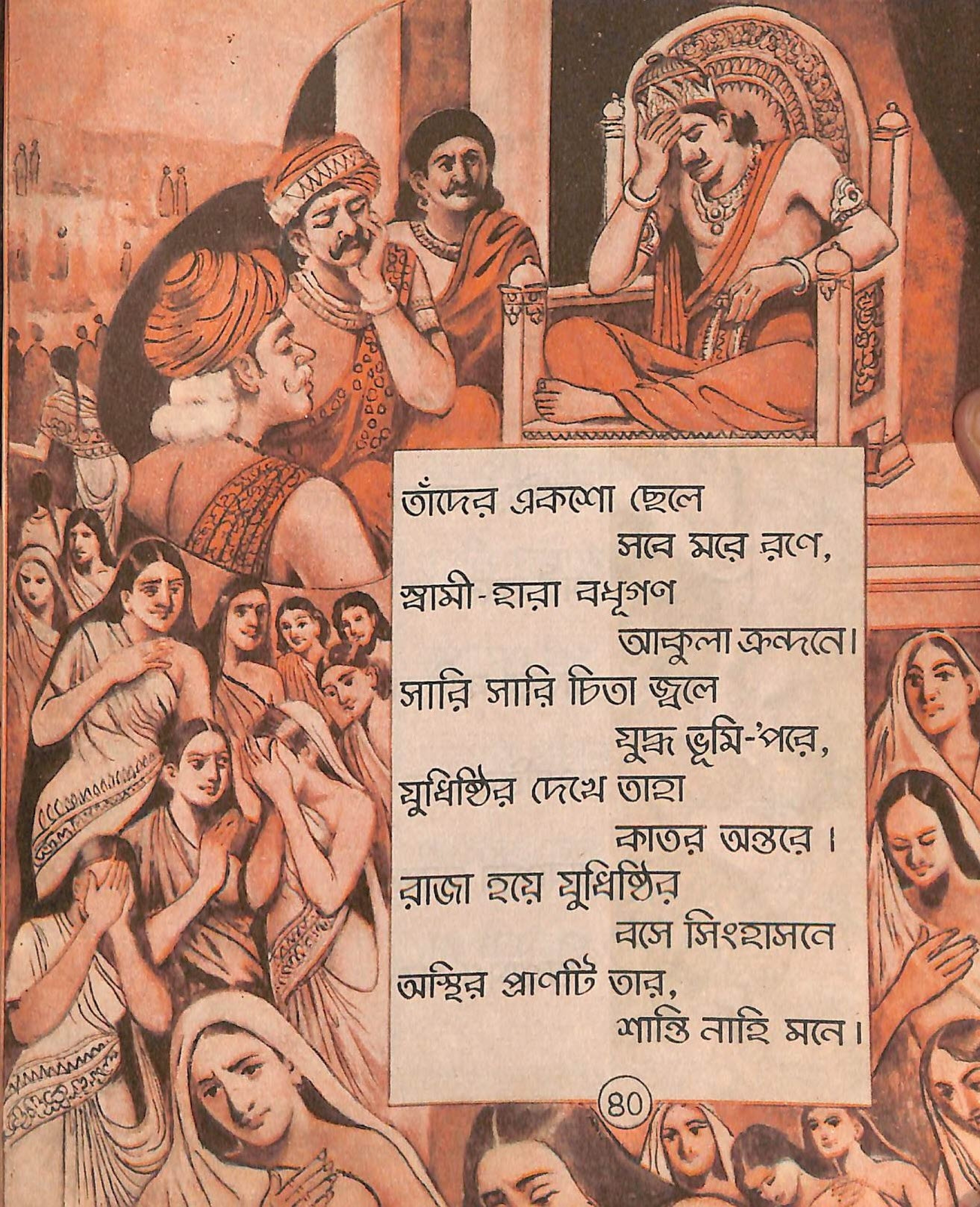
হাহাকার পড়ি গেল
কৌরবের দলে,
নিরুপায় দুর্যোধন
ভাসে অশ্রুজলে।
কেহ আর নাহি হেথা
হতে সেনাপতি,
দারুণ নৈরাশ্যে ভীত
দুর্যোধন অতি ।
বিনষ্ট কৌরবকুল
মিথ্যা অহঙ্কারে,
অধর্মের অধোগতি
ঘোষিছে সংসারে।



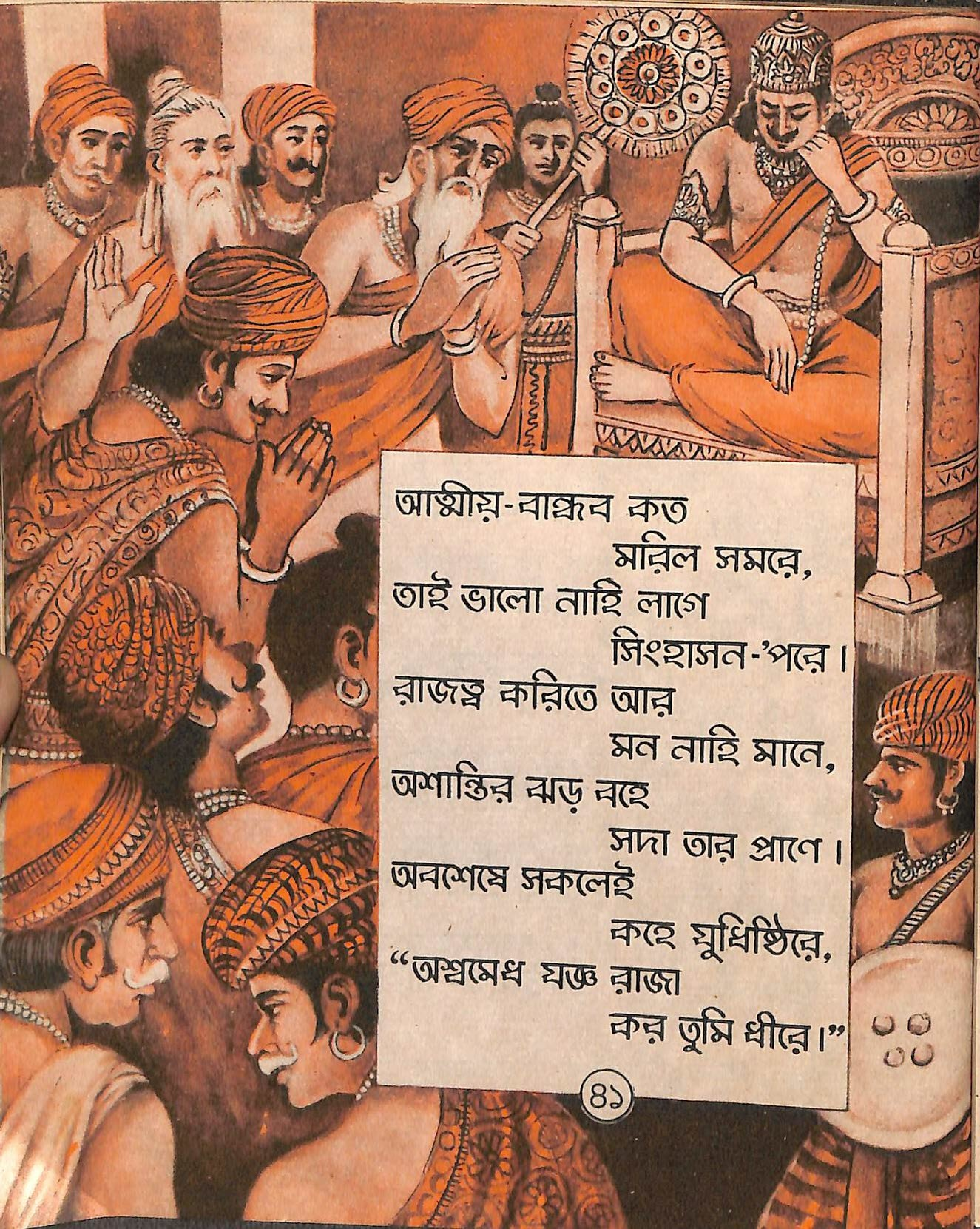
একে একে কুরুবল
নিঃশেষ হইল,
ভয়ে দুর্যোধন গিয়ে
হ্রদে লুকাইল
ব্যাধের নিকটে এই
খবর জানিয়ে,
পাণ্ডবেরা গেল সেথা
ত্বরান্বিত হয়ে।
সেথা ভীম-দুর্যোধনে
গদাযুদ্ধ হল,
ঊরু ভাঙ্গি কুরুরাজ
ভূমিতে পড়িল।



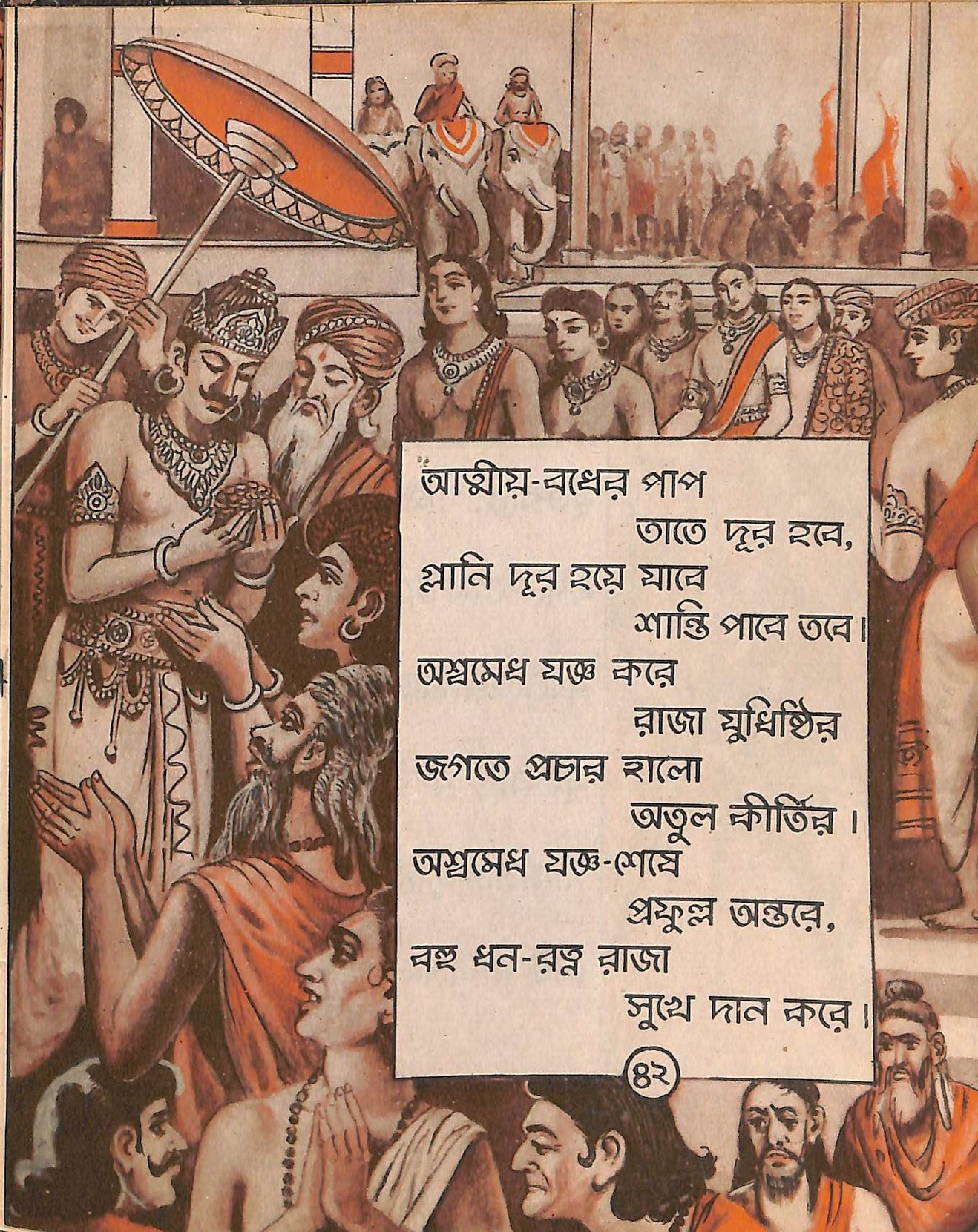
আঠার দিনের পরে
যুদ্ধ হল শেষ,
কুরুক্ষেত্রে কুরুকুল
হইল নিঃশেষ।
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ-শেষে
হাহাকার ওঠে,
হস্তিনায় বেশী কেউ
বেঁচে নাই মোটে।
অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র
গান্ধারী সে রাণী
পুত্রশোকে কেঁদে সারা
শিরে কর হানি'।



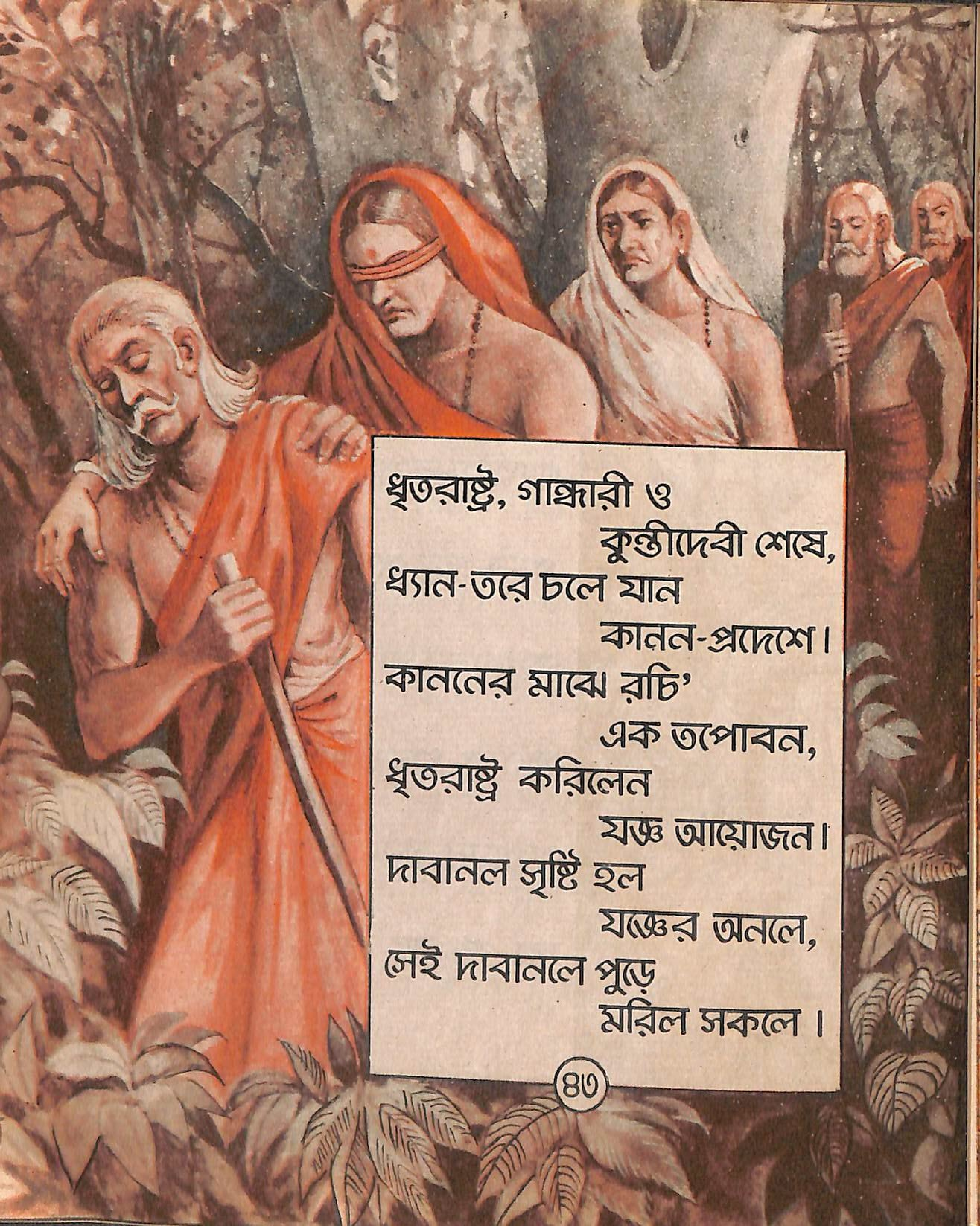
তাঁদের একশো ছেলে
সবে মরে রণে,
স্বামী-হারা বধূগণ
আকুলা ক্রন্দনে।
সারি সারি চিতা জ্বলে
যুদ্ধ ভূমি-'পরে,
যুধিষ্ঠির দেখে তাহা
কাতর অন্তরে।
রাজা হয়ে যুধিষ্ঠির
বসে সিংহাসনে
অস্থির প্রাণটি তার,
শান্তি নাহি মনে।



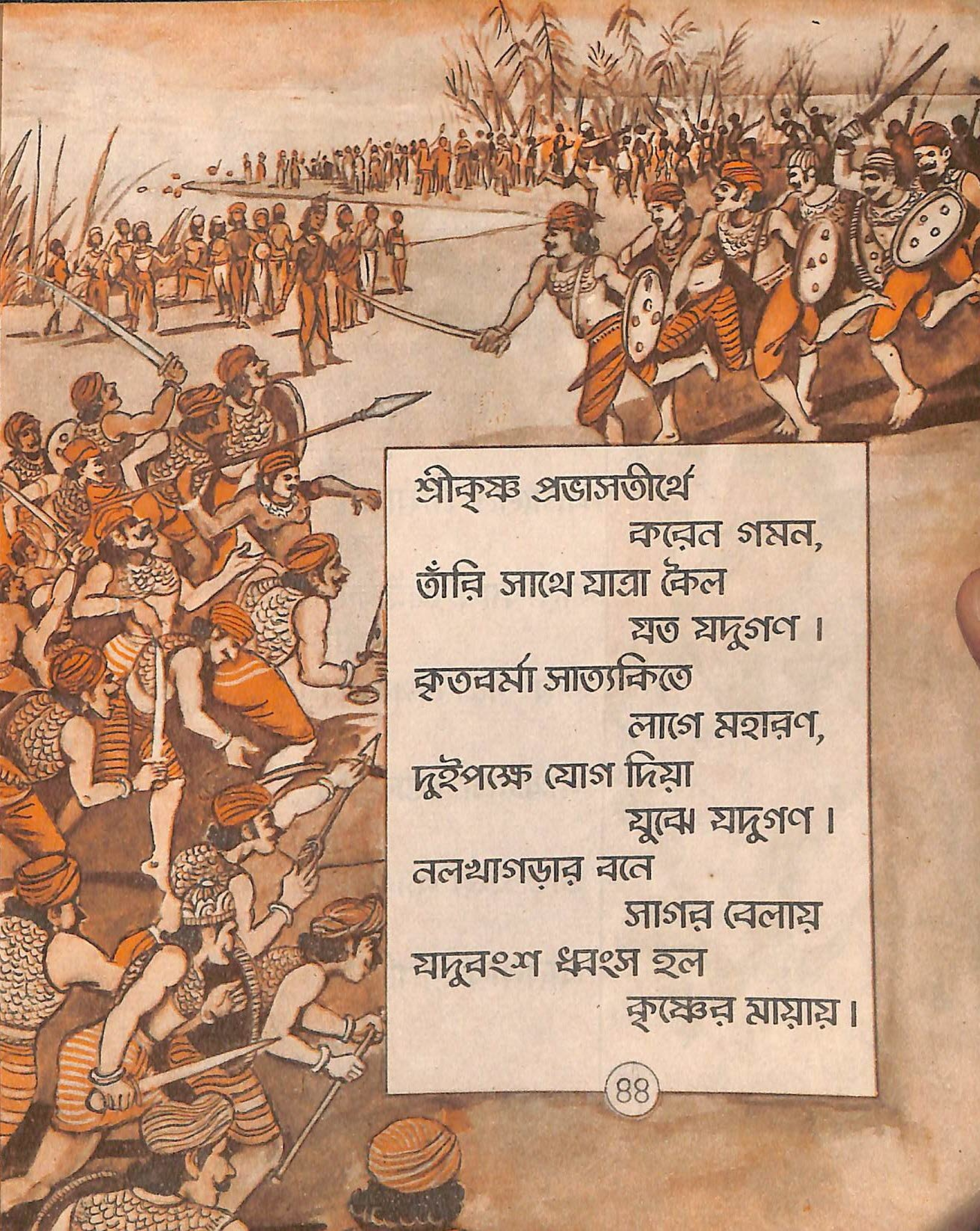
আত্মীয়-বান্ধব কত
মরিল সমরে,
তাই ভালো নাহি লাগে
সিংহাসন-'পরে।
রাজত্ব করিতে আর
মন নাহি মানে,
অশান্তির ঝড় বহে
সদা তার প্রাণে।
অবশেষে সকলেই
কহে যুধিষ্ঠিরে,
"অশ্বমেধ যজ্ঞ রাজা
কর তুমি ধীরে।"



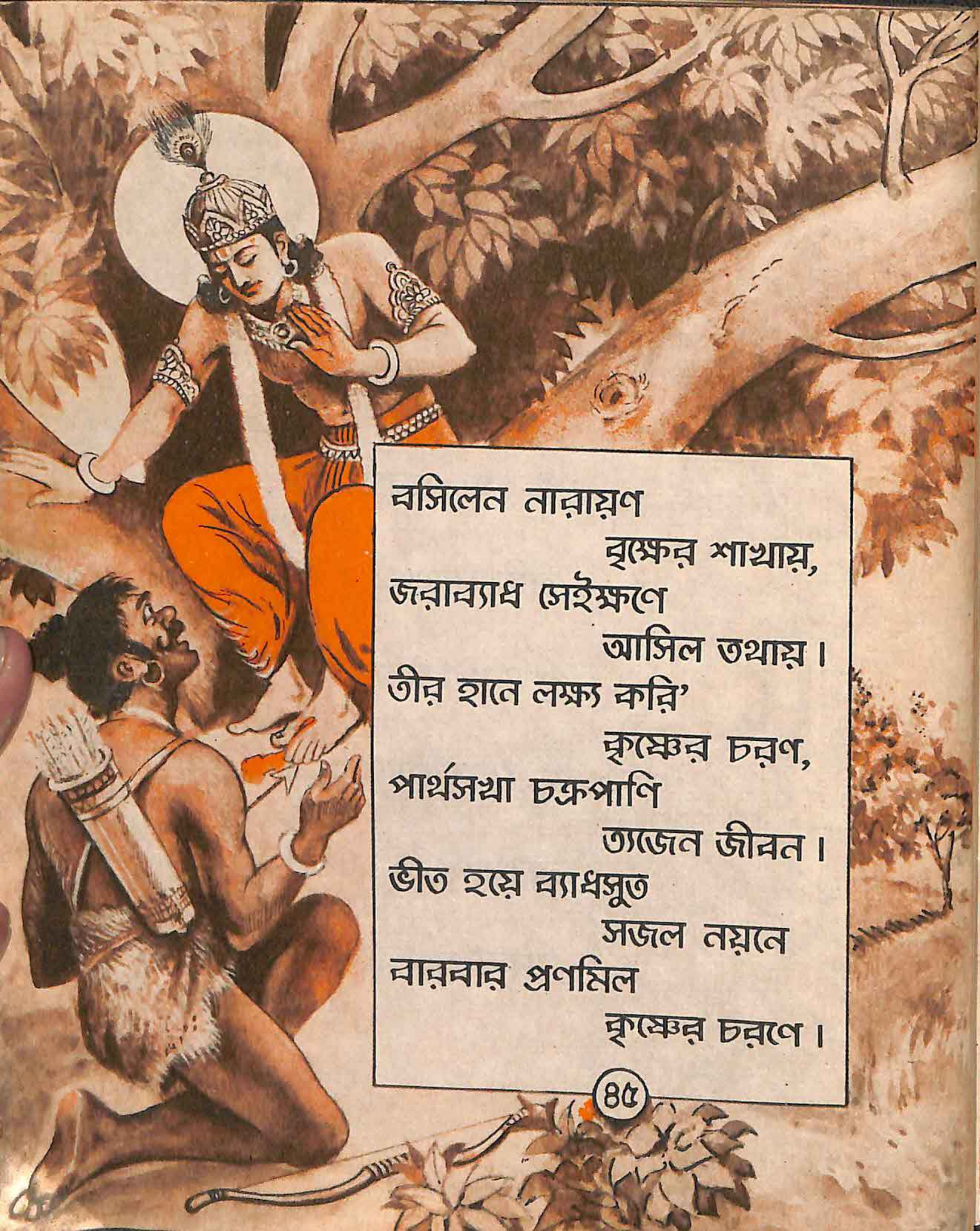
আত্মীয়-বধের পাপ
তাতে দূর হবে,
গ্লানি দূর হয়ে যাবে
শান্তি পাবে তবে।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করে
রাজা যুধিষ্ঠির
জগতে প্রচার হালো
অতুল কীর্তির।
অশ্বমেধ যজ্ঞ-শেষে
প্রফুল্ল অন্তরে,
বহু ধন-রত্ন রাজা
সুখে দান করে।



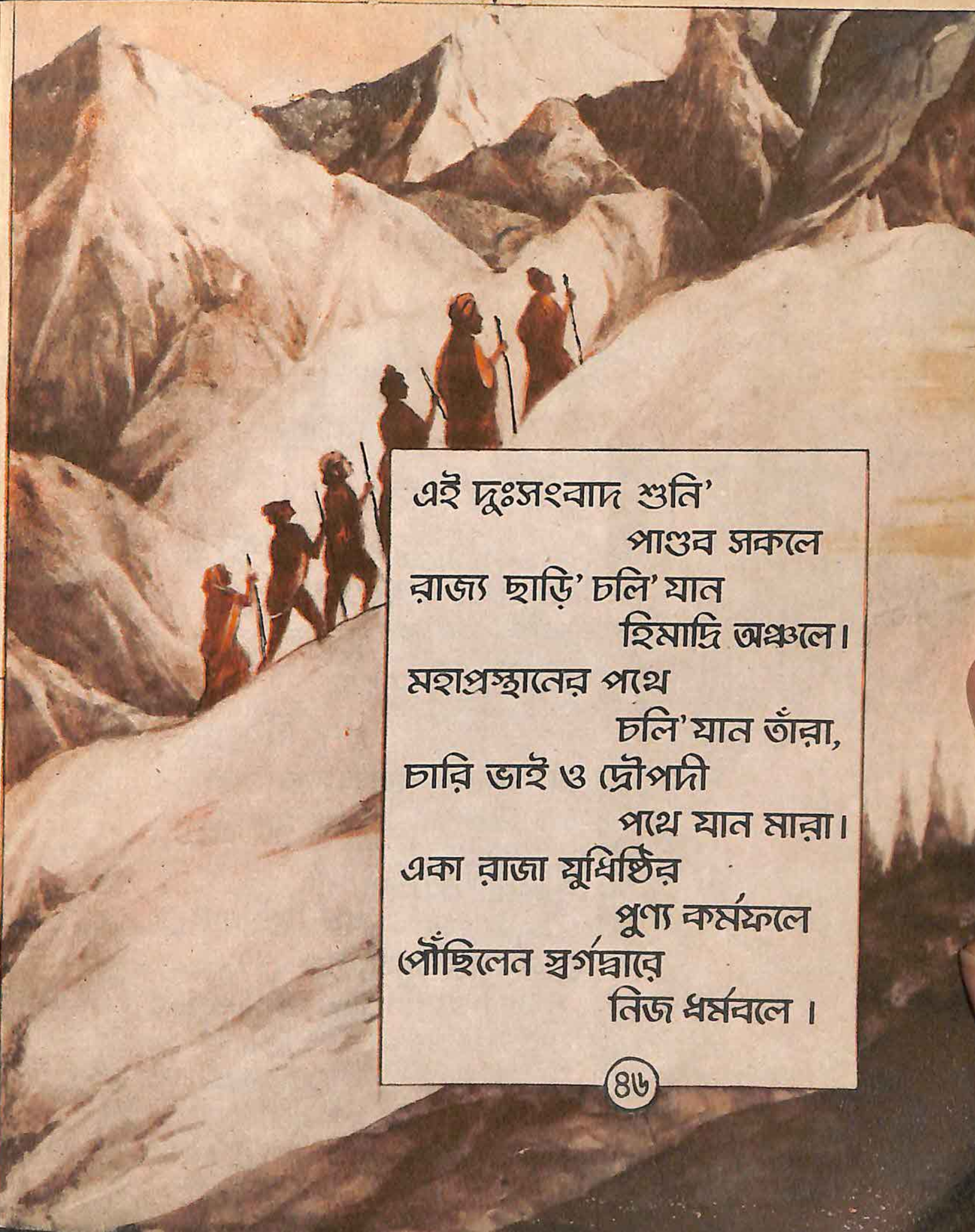
ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও
কুন্তীদেবী শেষে,
ধ্যান-তরে চলে যান
কানন-প্রদেশে।
কাননের মাঝে রচি'
এক তপোবন,
ধৃতরাষ্ট্র করিলেন
যজ্ঞ আয়োজন।
দাবানল সৃষ্টি হল
যজ্ঞের অনলে,
সেই দাবানলে পুড়ে
মরিল সকলে।



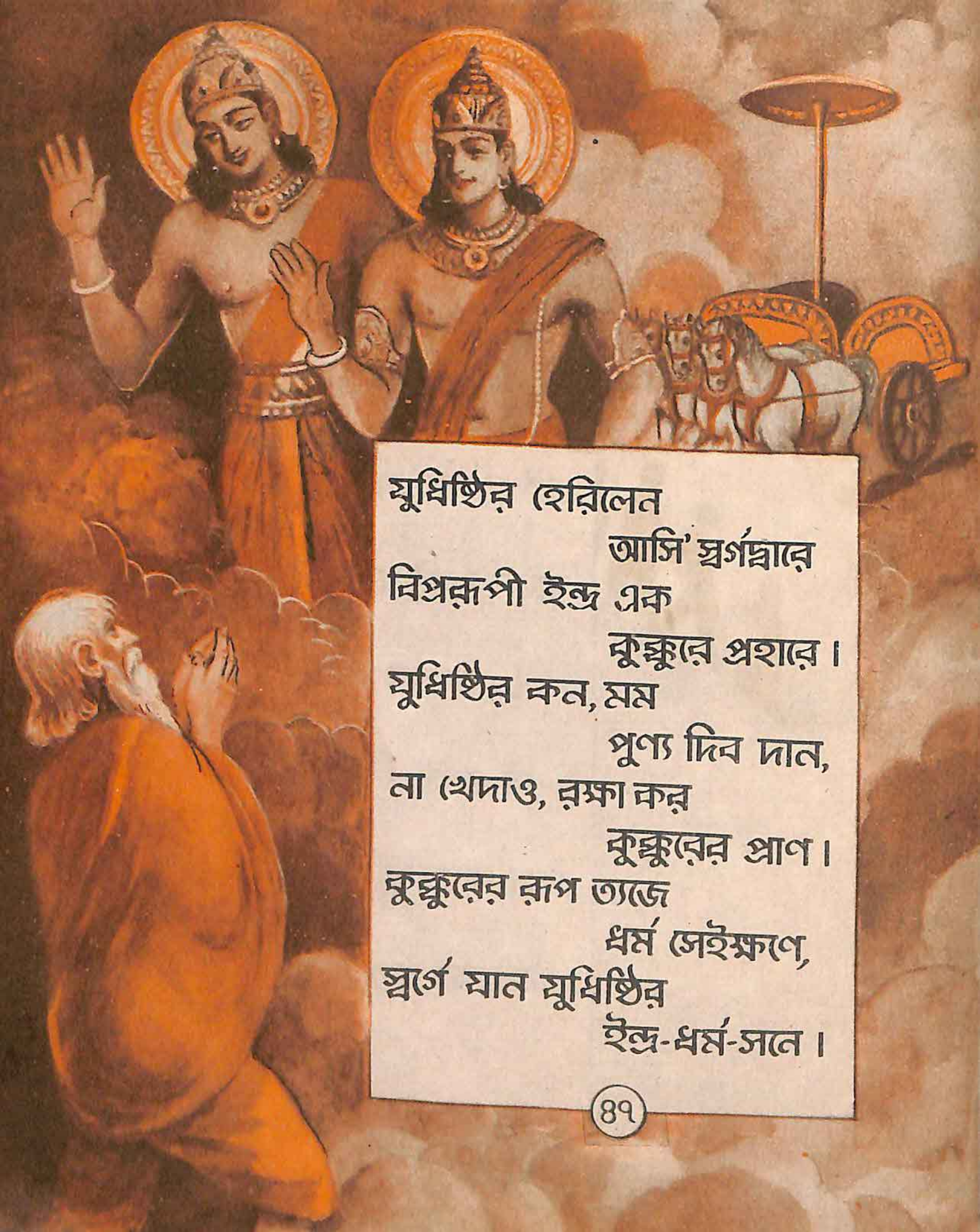
শ্রীকৃষ্ণ প্রভাসতীর্থে
করেন গমন,
তাঁরি সাথে যাত্রা কৈল
যত যদুগণ।
কৃতবর্মা সাত্যকিতে
লাগে মহারণ,
দুইপক্ষে যোগ দিয়া
যুঝে যদুগণ।
নলখাগড়ার বনে
সাগর বেলায়
যদুবংশ ধ্বংস হল
কৃষ্ণের মায়ায়।



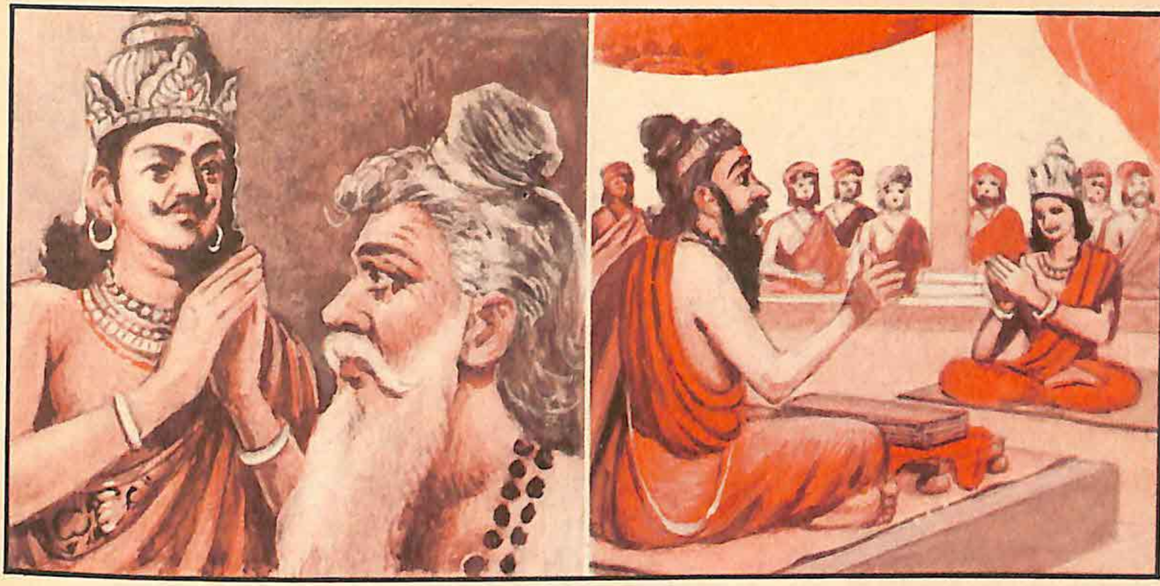
বসিলেন নারায়ণ
বৃক্ষের শাখায়,
জরাব্যাধ সেইক্ষণে
আসিল তথায়।
তীর হানে লক্ষ্য করি'
কৃষ্ণের চরণ,
পার্থসখা চক্রপাণি
ত্যজেন জীবন।
ভীত হয়ে ব্যাধসুত
সজল নয়নে
বারবার প্রণমিল
কৃষ্ণের চরণে।



এই দুঃসংবাদ শুনি'
পাণ্ডব সকলে
রাজ্য ছাড়ি' চলি' যান
হিমাদ্রি অঞ্চলে।
মহাপ্রস্থানের পথে
চলি' যান তাঁরা,
চারি ভাই ও দ্রৌপদী
পথে যান মারা।
একা রাজা যুধিষ্ঠির
পুণ্য কর্ম্মফলে
পৌঁছিলেন স্বর্গদ্বারে
নিজ ধর্ম্মবলে।



যুধিষ্ঠির হেরিলেন
আসি' স্বর্গদ্বারে
বিপ্ররূপী ইন্দ্র এক
কুক্কুরে প্রহারে।
যুধিষ্ঠির কন, মম
পুণ্য দিব দান,
না খেদাও, রক্ষা কর
কুক্কুরের প্রাণ।
কুক্কুরের রূপ ত্যজে
ধর্ম সেইক্ষণে,
স্বর্গে যান যুধিষ্ঠির
ইন্দ্র-ধর্ম-সনে।



তারপর ব্যাসদেব যজ্ঞস্থলে এলে রাজা জন্মেজয় তাঁকে বললেন—"রাজা বলে অকারণে করিলাম এত,
কোটি অহিংসক সর্প করিলাম হত ॥
এ পাপ নরক হৈতে নাহিক নিস্তার,
কহ মুনি ইহাতে কি মতে হব পার ॥"

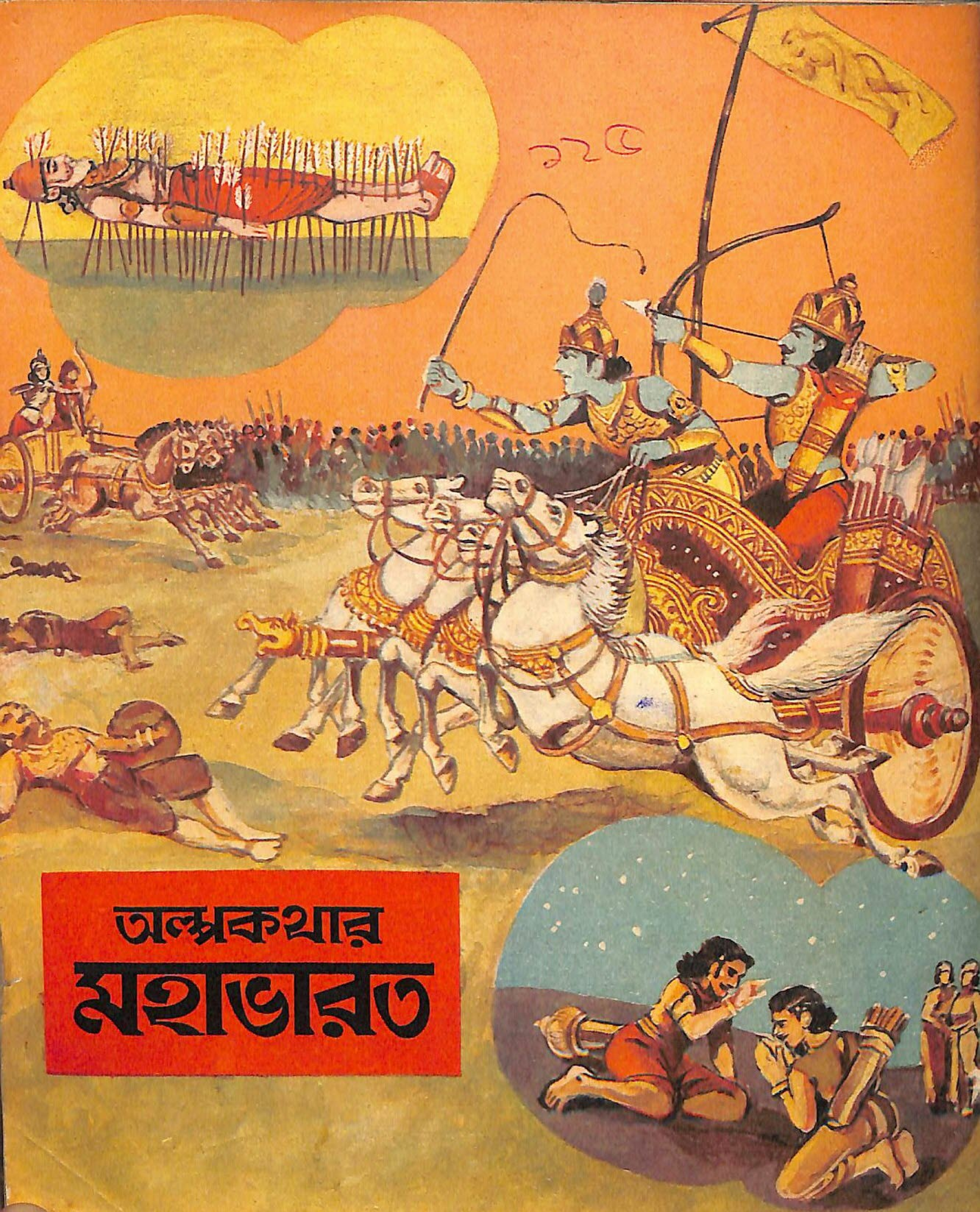
ব্যাসদেব বললেন—
"মুনি বলে চিতে দুঃখ না ভাবিহ আর,
হইবে নিষ্পাপ ধর বচন আমার ॥
এক লক্ষ শ্লোক মহাভারত কাহিনী,
শুচি হয়ে একমনে শুন নৃপমণি ॥"

ব্যাসদেবের শিষ্য বৈশম্পায়ন মুনি রাজা জন্মেজয়কে মহাভারতের কাহিনী বলতে সুরু করলেন।

মহাভারতের কাহিনী জন্মেজয়ের পূর্বপুরুষের কাহিনী।

এই কাহিনী শুনে জন্মেজয় সকল পাপ থেকে মুক্ত হলেন। রাজসভায় পুষ্পবৃষ্টি হল। স্নান ও দান করে রাজা নিষ্পাপ দেহে রাজত্ব করতে লাগলেন।

মহাভারতের কাহিনী এইখানে শেষ হল।


অল্পকথার
মহাভারত